Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আধুনিক নারীবাদী (Feminism) ও ইসলামী নারীত্ব:তুলনামূলক বিশ্লেষণ

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফারিয়া আক্তার ইভা

রোলঃ 23100120959

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আধুনিক নারীবাদী (Feminism) ও ইসলামী নারীত্ব:তুলনামূলক বিশ্লেষণ

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফারিয়া আক্তার ইভা

রোলঃ 23100120959

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " আধুনিক নারীবাদী (Feminism) ও ইসলামী নারীত্ব:তুলনামূলক বিশ্লেষণ " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে ফারিয়া আক্তার ইভা, আইডিঃ 23100120959 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: আলী হাসান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " আধুনিক নারীবাদী (Feminism) ও ইসলামী নারীত্ব:তুলনামূলক বিশ্লেষণ " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

Faria Akter

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

ফারিয়া আক্তার ইভা

আইডিঃ 23100120959

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা 6

ইসলাম পূর্ব যুগে নারীর অবস্থান 8

নারীবাদ কি ও কেন? 10

বাংলাদেশ নারীবাদী উদ্ভব ও বিকাশ: 14

নারীবাদীদের কার্যকলাপ 16

নারী ও পুরুষ কি সমান? 18

বিভিন্ন ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে নারীদের অবস্থা 19

নারীবাদ ইমান ভঙ্গের কারণ 20

নারীবাদীদের দিয়ে এন জিও দের ষড়যন্ত্র 21

নারীবাদী ও মিডিয়া আগ্রাসন 22

নারী ক্ষমতায়ন 23

নারীবাদীদের ইসলাম বিদ্বেষ 24

পর্দা একটি ইবাদাত ও আল্লাহর আদেশ- 24

নারীবাদের আগ্রাসন পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থা- 26

নারীবাদ নারীদের জন্যই ক্ষতিকর 28

ইসলামে নারীত্ব 29

ইসলামে নারীর সম্মানের গুরুত্ব 34

বিধবার অধিকার ও সম্মান 36

ইসলাম নারীকে দিয়েছে রানীর সম্মান 36

ইসলামে নারীর অধিকার সমূহ 39

নারীর শিক্ষাগত অধিকার: 40

নারীর অর্থনৈতিক অধিকার: 41

নারীর আইনগত অধিকার: 42

উপসংহার 43
তথ্যসূত্র 44

ভূমিকা

নারী সভ্যতার সুতিকাগার, পৃথিবীর মূল উপাদান ও পরিবারের প্রধান কারিগর । যুগে যুগে এই নারীই পরম মমতাময়ী মা কখনো স্নেহের বোন কখনো বা আদরের কন্যা আবার কখনো নির্ভরশীলতার অনুপম আধার প্রেমময় স্ত্রী। নারী শুধু পৃথিবীতে টিকে থাকার অনিবার্য একক নয়। এই পৃথিবীর স্থিতিশীলতা আর কল্যাণকর রূপায়ণের মুল চালিকাশক্তি হলো এই নারী জাতিই। তাই জমিনের জন্য নারী জাতিকে বাদ দিয়ে যে পরিকল্পনা রচিত হবে, তা অনিবার্যভাবে হবে অসম্পূর্ণ এবং ত্রুটিপূর্ণ ব্যর্থ এক পরিকল্পনা।

নারীকে বাদ দিয়ে কেবল পুরুষের গঠিত কোনো মানবসমাজও ভিত্তিহীন, অগ্রহণযোগ্য । আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার বলেন,"তোমরা তোমাদের রবের তাকওয়া অবলম্বন কর যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন ও তার থেকে তার স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের দুজন থেকে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দেন; আর তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর যাঁর নামে তোমরা একে অপরের কাছে নিজ নিজ হক্ দাবী কর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর রক্ত-সম্পর্কিত আত্মীয়ের ব্যাপারেও। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর পর্যবেক্ষক । (সুরা নিসা-০১)
যুগে যুগে দ্বীনের ভিত স্থাপনে নারী এক অনবদ্য খুঁটির মতো নারীদের ত্যাগ যুগে যুগে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে ।কিয়ামত পর্যন্ত নারীদের মর্যাদা এবং দ্বীনের খেদমতের নারীর আত্মত্যাগ টিকে থাকবে।আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলা এরশাদ করেন,

"আমি নর-নারী নির্বিশেষে কারও কাজই কখনো বিনষ্ট করব না ।(সুরা আলে ইমরান: ১৯৫)"

'পুরুষ কিংবা নারীর মধ্যে যে ব্যক্তিই যথার্থ মুমিন অবস্থায় (অর্থাৎ ঈমানের সঙ্গে) কোনো নেক কাজ করবে, তাকে দুনিয়ার জীবনে পবিত্র জীবনযাপন করাব এবংআখিরাতের জীবনেও তাকে দুনিয়ার জীবনের কাজের জন্য উত্তম বিনিময় দান করব ।'(সুরা নাহল: ৯৭)

দ্বীনের জন্য কেবল পুরুষ সাহাবারা (রাদিআল্লাহু আনহুম) জুলুমের স্বীকার হয়েছেন তা নয় বরং নারীদের কুরবানী পুরুষদের চেয়ে কোনো অংশেই কম ছিলো না।পুরুষ সাহাবাগণের সাথে মহিলা সাহাবাগণ শুধু অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট ও জুলুম- অত্যাচার সহ্য করেননি, বরং শাহাদাতের নাজরানা তারাই প্রথম পেশ করেছেন।

সুমাইয়্যা (রা) যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন মক্কার কাফিররা তার ওপর নির্যাতনের স্টিম রোলার চালায় । মক্কার উত্তপ্ত বালুর মধ্যে লোহার বর্ম পরিয়ে দুপুরের রোদে দাঁড় করিয়ে রাখত। তারপরও তিনি ইসলামের ওপর অটল থাকতেন। একদিন দুপুরের রোদে লোহার বর্ম পরিয়ে তপ্ত বালুর ওপর উপুড় করে শুইয়ে দেওয়া হয়েছে। এমন সময় রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই পথ দিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। সুমাইয়্যা (রা) কে অত্যাচারিত হতে দেখে তিনি তাকে বললেন, 'ধৈর্য ধরো । জান্নাতই হবে তোমার ঠিকানা ।' এত অত্যাচার করেও কাফেররা তৃপ্ত হয়নি। অবশেষে আবু জাহল সুমাইয়া রাদিআল্লাহু আনহার গোপনাঙ্গে বর্শা বিদ্ধ করে তাকে শহীদ করে দেয়। রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহার স্বামী ওবায়দুল্লাহ বিন জাহশ ঈমান আনার পর কষ্ট স্বীকার করতে অপ্রস্তুত হবার কারনে খিস্টান হয়ে যান।অপরদিকে আয়িশাহ রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহা বলেন," আমরা এমন কোনো মুহাজির মহিলার কথা জানিনা যে ঈমান আনার পর মুরতাদ হয়েছে।" (গ্রন্থ রাসূল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মহিলা সাহাবায়ে কিতাব- পৃষ্ঠা ১০)

বর্তমান বিশ্বে ইসলাম এবং নারীর অধিকার সম্পর্কিত বিতর্ক একটি জ্বলন্ত বিষয়। একদিকে পশ্চিমা মিডিয়া ও বিশ্লেষকদের একাংশ ইসলামকে নারী বিরোধী ধর্ম হিসেবে চিত্রিত করার প্রবণতা রয়েছে, অন্যদিকে সনাতনপন্থী মুসলিম বিশ্লেষকগণ প্রায়শই এঁতিহাসিক ব্যাখ্যা ও সাংস্কৃতিক প্রথাকে ধর্মের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করেন। এই দ্বিমুখী বিভ্রান্তির মাঝে সত্যিকারের ইসলামিক দৃষ্টিকোণ অনেক সময়ই হারিয়ে যায়। বাংলাদেশের মতো মুসলিম অধ্যষিত দেশেও নারীর অধিকার নিয়ে সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বিতর্ক অব্যাহত রয়েছে। ইসলামিক শরীয়াহ'র সঠিক ব্যাখ্যা এবং প্রাদেশিক রীতিনীতির মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা কঠিন হয়ে পড়ে। এই পরিস্থিতিতে, পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদিসের আলোকে নারীর প্রকৃত অবস্থান ও অধিকার সম্পর্কে বিস্তারিত অধ্যয়ন অপরিহার্য।

বর্তমান গবেষণা এমন একটি সময়ে সম্পন্ন হচ্ছে যখন সারা বিশ্বে নারী অধিকার আন্দোলন নতুন মাত্রা পেয়েছে। বিশেষ করে মুসলিম সমাজে নারীরা নিজেদের অধিকার সম্পর্কে আরও সচেতন হচ্ছেন এবং ধর্মীয় শিক্ষার মাধ্যমে সেই অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন করছেন। এই প্রেক্ষাপটে, ইসলামে নারীর মর্যাদা ও অধিকার সম্পর্কে একটি নিরপেক্ষ, সুসংহত ও প্রামাণিক গবেষণা সমকালীন সমাজের জন্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

ইসলাম পূর্ব যুগে নারীর অবস্থান

আরবীয় জাহেলি সমাজে নারীর অবস্থান
ইসলাম আবির্ভাবের পূর্বে আরব উপদ্বীপে জাহেলি যুগ (অজ্ঞতার যুগ) নামে পরিচিত একটি সময়কাল ছিল। এই সময়ে নারীদের অবস্থান ছিল অত্যন্ত শোচনীয় ও মর্মান্তিক। জাহেলি যুগে আরবীয় সমাজে নারীদের বিভিন্ন দিক নিম্নরূপ ছিল:

সামাজিক মর্যাদা: জাহেলি যুগে নারীদের কোনো স্বাধীন সামাজিক মর্যাদা ছিল না। তারা পিতা, স্বামী বা পুত্রের সম্পত্তি হিসেবে বিবেচিত হতো । কন্যা সন্তান জন্মের পর অনেক পিতাই লজ্জাবোধ করতেন এবং কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দেওয়ার প্রথা প্রচলিত ছিল। পবিত্র কুরআনে এ বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে:

"যখন তাদের কাউকে কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেওয়া হয়, তখন তার মুখ কালো হয়ে যায় এবং সে অত্যন্ত দুঃখিত হয়। তাকে যে সংবাদ দেওয়া হয়েছে তার গ্লানি থেকে সে নিজেকে লুকিয়ে রাখে লোকদের থেকে । সে চিন্তা করে, অপমান সহ্য করে এটি রেখে দেবে, না মাটিতে পুঁতে ফেলবে? জেনে রাখো, তারা যা সিদ্ধান্ত নেয় তা কতই না নিকৃষ্ট!" (সুরা নাহল, ১৬:৫৮-৫৯)

অর্থনৈতিক অধিকার: জাহেলি সমাজে নারীদের কোনো অর্থনৈতিক অধিকার ছিল না। তারা পিতার বা স্বামীর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পারত না। এমনকি তাদের নিজস্ব অর্জন বা সম্পদও তাদের নিয়ন্ত্রণে থাকত না।

বিবাহ ব্যবস্থা: জাহেলি যুগে বিবাহের ক্ষেত্রে নারীদের কোনো পছন্দ বা মতামতের অধিকার ছিল না। বিভিন্ন ধরনের বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল, যেমন:

১. বাল্য বিবাহ: পুরুষ একজন নারীকে তার অভিভাবকের কাছ থেকে কিনে নিয়ে বিবাহ করত।

২. ইস্তিবদা বিবাহ: পুরুষ তার স্ত্রীকে অন্য উচ্চবংশীয় পুরুষের সাথে যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হতে বাধ্য করত, উদ্দেশ্য ছিল সন্তান লাভ করা।

৩. মুত'আ বিবাহ: অস্থায়ী বিবাহ, যেখানে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নারীকে 'ভাড়া' করা হতো

৪. শিগার বিবাহ: দুই পুরুষ পরস্পর নিজেদের কন্যা বা বোনকে বিনিময় করত, এতে কোনো মোহরানা প্রদান করা হতো না।

বহুবিবাহ: কোনো সীমাবদ্ধতা ছাড়াই অসংখ্য বিবাহ করার প্রথা প্রচলিত ছিল।

তালাক: পুরুষের একচ্ছত্র অধিকার ছিল, নারীর কোনো অধিকার ছিল না। একজন পুরুষ যত ইচ্ছা তত বার তালাক দিয়ে আবার ফিরিয়ে নিতে পারত।

সম্পত্তির উত্তরাধিকার: নারীরা উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। এমনকি, স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবা স্ত্রীকেও উত্তরাধিকার সম্পত্তির অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হতো, যাকে স্বামীর পরিবারের অন্য পুরুষ সদস্য 'উত্তরাধিকার' হিসেবে বিবাহ করতে পারত।

শিক্ষা: নারীদের শিক্ষার কোনো সুযোগ ছিল না, তাদের মূল্যায়ন করা হতো শারীরিক সৌন্দর্য এবং সন্তান উৎপাদনের ক্ষমতা দিয়ে ।

যুদ্ধবন্দী: যুদ্ধে বন্দী নারীদের ক্রীতদাসী হিসেবে ব্যবহার করা হতো এবং তাদের সাথে যৌন নিপীড়ন অত্যন্ত সাধারণ ঘটনা ছিল।

জাহেলি সমাজে নারীদের এই অবস্থা থেকেই বোঝা যায় যে, ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে আরবীয় সমাজে নারীরা কতটা অবহেলিত ও অধিকারবঞ্চিত ছিল। এই প্রেক্ষাপটে ইসলামের আবির্ভাব নারীদের জন্য এক যুগান্তকারী পরিবর্তন নিয়ে আসে।

নারীবাদ কি ও কেন?

আমারদের আধুনিক সমাজের খুবই মুখরোচক একটি শব্দ "নারীবাদ" । কেউ বিস্তারিত জেনে বুঝে এর দিকে ঝুঁকে পড়ে। কেউ বা সামান্য জ্ঞান নিয়ে ই এই শব্দ এবং মতবাদের পক্ষে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে ।তবে আমাদের সমাজের বেশিরভাগ শিক্ষিত বা উচ্চ শিক্ষিত নারীই শুধুমাত্র একাডেমিক ভাবে পশ্চিমাদের শেখানো দু চার লাইন গলাধঃকরণ করেই নারীবাদের পক্ষে কথা বলে এবং কাজ করে কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি এটা যে, এই মতবাদে তাদের বেশিরভাগ বক্তব্য এবং চাহিদা থাকে ইসলাম বিদ্বেষ মূলক ।

নারীবাদী ইতিহাস:

পশ্চিমা ইতিহাসের বেশিরভাগ সময় জুড়ে,নারীরা ঘরোয়া ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল, যেখানে জনজীবন পুরুষদের জন্য সংরক্ষিত ছিল। মধ্যযুগীয় ইউরোপে নারীদের সম্পত্তির মালিকানা , পড়াশোনা বা জনজীবনে অংশগ্রহণের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল । ফ্রান্সে ১৯ শতকের শেষের দিকে, তারা তখনও জনসমক্ষে তাদের মাথা ঢেকে রাখতে বাধ্য ছিল এবং, জার্মানির কিছু অংশে, একজন স্বামীর তখনও তার স্ত্রীকে বিক্রি করার অধিকার ছিল। এমনকি 20 শতকের প্রথম দিকে, ইউরোপে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বেশিরভাগ অংশে (যেখানে ফেডারেল সরকার তা করার অনেক আগেই বেশ কয়েকটি অঞ্চল এবং রাজ্য মহিলাদের ভোটাধিকার দিয়েছিল) নারীরা ভোট দিতে পারেনি বা নির্বাচন করতে পারেনি । নারীদের পুরুষ প্রতিনিধি ছাড়া ব্যবসা পরিচালনা করতে বাধা দেওয়া হয়েছিল, তা সে পিতা, ভাই, স্বামী, আইনি এজেন্ট, এমনকি পুত্রই হোক না কেন। বিবাহিত মহিলারা তাদের স্বামীর অনুমতি ব্যতীত তাদের সন্তানদের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করতে পারে না। অধিকন্তু, নারীদের শিক্ষার সামান্য বা কোন সুযোগ

ছিল না এবং বেশিরভাগ পেশা থেকে তাদের বাধা দেওয়া হয়েছিল। বিশ্বের কিছু অংশে আজও নারীদের ওপর এ ধরনের নিষেধাজ্ঞা অব্যাহত রয়েছে।

বিশ্বে নারী আন্দোলনের ইতিহাস খুব বেশি দিনের নয়। সাবেকি রাজনৈতিক তত্র বা হিসেবে অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগ, বিশেষ করে ফরাসি বিপ্লবকে চিহ্নিত করা হয়। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে কিক্ষিপ্তভাবে কিছু নারীবাদী প্রবন্ধ ও রচনা পাওয়া গেলেও ফরাসি বিপ্লবকেই (১৭৮৯) নারীবাদী আন্দোলনের সুচনাকাল হিসেবে গণ্য করা হয়। ফরাসি বিপ্লবের সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার বাণী সেখানকার মহিলাদের বিশেষভাবে আকর্ষণ করে। নিজেদের পারিবারিক জীবনের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার বিষয়টিকে তাঁরা আন্দোলনের সামগ্রিক 'স্বাধীনতা'র ললোগানের সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন। ফরাসি বিপ্লবে অংশগ্রহণকারী মহিলারা শুধুমাত্র রাজতন্ত্রের বিরোধিতা করেছিলেন তাই নয়, সেই সঙ্গে তাঁরা পিতৃতন্ত্রের অবসান ও নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সরব হন। ফরাসি বিপ্লব সফল হল, কিন্তু মহিলাদের অবস্থা যে তিমিরে সেই তিমিরেই থেকে গেল। ১৭৯১ সালের

নতুন সংবিধানে পুরুষদের সীমিত ভোটাধিকার স্বীকার করা হল, কিন্তু মহিলাদের বঞ্চিত করা হল। এ ছাড়া নবগঠিত ফরাসি সংসদে 'পুরুষদের অধিকারের ঘোষণাপত্র!

এই ধরনের বৈষম্যের বিরুদ্ধে ফরাসি মহিলারা বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। সরকার কড়া হাতে এই আন্দোলনকে দমন করে । প্রসঙ্গত, মাদাম গুতজ নামক এক মহিলা বিপ্লবী দাবি করেন, নারীদের যদি ফাঁসিতে যাওয়ার অধিকার থাকে, তাহলে তাদের সংসদে যাওয়ার অধিকার থাকবে না কেন? এই প্রতিবাদের পরিণতিতে মাদামকে সংসদের পরিবর্তে ফাঁসি কাঠেই যেতে হয়েছিল । এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, ভলতেয়ার, রুশো, দিদেরো, মন্তেস্কু প্রমুখ এই সময়ের বিখ্যাত দার্শনিকদের দর্শন ও রচনায় নারী-পুরুষের সমানাধিকারের বিষয়টি খুব একটা গুরুত্ব পায়নি। নারীকে তাঁরা ভাবাবেগের আধার হিসেবে, মাতা, কন্যা, স্ত্রীর সার্থক ভূমিকা পালনকারী হিসাবে দেখেছেন, কিন্তু তারাও যে পুরুষের মতো যুক্তিবাদী চিন্তা করতে সক্ষম, তাদেরও যে যুক্তিবাদী মনন আছে, একথা এইসব দার্শনিক মনে করতেন না। এই প্রেক্ষাপটে মেরি ওলস্টোনক্র্যাফট নামক এক ফরাসি মহিলা নামে যে গ্রন্থটি রচনা করেন, সমসাময়িক

তথা উত্তরকালের নারীবাদীদের তা ভীষণভাবে প্রভাবিত করে। বস্তুত এই গ্রন্থটির মধ্য দিয়েই উদারপন্থী নারীবাদের সূত্রপাত ঘটে।

ফরাসি দেশের নারীবাদী আন্দোলনের ঢেউ ক্রমশ ইউরোপের অন্যান্য দেশে পৌঁছে যায়। ১৮৩০ সালে ইংল্যান্ডের নারীরা বেশ কিছু দাবির ভিত্তিতে 'চার্টার অব ডিম্যান্ডস' পেশ করে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে । এরই পাশাপাশি বিশ্বের আর এক ধনতান্ত্রিক দেশ আমেরিকাতে নারীদের বৈপ্লবিক ভূমিকার এক অভূতপূর্ব আত্মপ্রকাশ ঘটে ১৮৫৭ সালের ৮ মার্চের ধর্মঘটে। ১৯১০ সালে ডেনমার্কের কোপেনহাগেন-এ দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে ১৭টি দেশের একশত নারী প্রতিনিধি যোগদান করেন এবং বিশ্ববরেণ্য নেত্রী ক্লারা জেটকিন ৮ মার্চকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে উদ্যাপনের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থিত নারী সংগঠনগুলি এই দাবিকে সমর্থন জানায়। অবশেষে ১৯১৪ সাল থেকে ৮ মার্চকে আন্তর্জাতিক নারীদিবস হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে । ক্রমে ক্রমে ইউরোপ ও আমেরিকার প্রায় সর্বত্র শ্রমজীবী নারী আন্দোলনের প্রকাশ ঘটতে থাকে। উঠেছিল। যাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন ভার্জিনিয়া উলফ্, সুজান সায়লেটস প্রমুখ ।

এসময়ে যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্যে চুক্তির সম অধিকার, বিবাহ, বাচ্চার দেখভাল এবং নারীদের সম্পত্তিতে অধিকার নিয়ে আন্দোলন চলছিলো।উনিশ শতকের শেষের দিকে এ আন্দোলন হয়, যদিও কিছু নারীবাদীগণ তখনো নারীদের লিঙ্গগত, পুনরুৎপাদনমূলক এবং অর্থনৈতিক অধিকার অর্জনে সচেষ্ট ছিলেন।এছাড়াও এ শতকের শেষের দিকে ব্রিটেনের অস্ট্রেলিয়ান

উপনিবেশগুলোতে নারীদের ভোটাধিকার আন্দোলন ছড়িয়ে পরে। যেসব উপনিবেশ নিউজিল্যান্ডের স্ব-শাসিত অবস্থায় ছিলো, সেগুলোতে ১৮৯৩ সালে নারীদের ভোটাধিকার দেয়া হয় এবং দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া ১৮৯৫ সালে নারীদের ভোটাধিকার এবং পার্লামেন্টে প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার দেয়। পরবর্তীতে অস্ট্রেলিয়া ১৯০২ সালে নারীদের ভোটাধিকার প্রবর্তন করে।

ব্রিটেনে ভোটাধিকার আন্দোলনকারীরা নারীদের ভোট দেয়ার অধিকারের সপক্ষে প্রচার শুরু করে।১৯৯৮সালে রিপ্রেজেন্টেশন অফ পিপল ত্যাক্ট পরিবর্তনের মাধ্যমে কমপক্ষে ৩০ বছর বয়সী নারী যাদের সম্পত্তি আছে তাদের ভোটাধিকার দেয়া হয়। ১৯২১ সালে এই আইন সংশোধন করে ২১ বছরের বয়সী সকল নারীর জন্য ভোটাধিকার প্রবর্তন করা হয় ।এমিলিন পাজ্বরস্ট ছিলেন ইংল্যান্ডের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ত্যান্টিভিস্ট, যাকে টাইম পত্রিকা একুশ শতকের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে আখ্যায়িত করে বলেছে, " তিনি আমাদের সময়ের নারীদের সম্পর্কে ধারণা দেন এবং সমাজকে ঝাঁকি দিয়ে এমন অবস্থানে নিয়ে গেছেন যেখান থেকে পিছু ফিরে তাকানোর সুযোগ নেই ।"

যুক্তরাষ্ট্রে তালিকায় লুক্রেশিয়া মট, এলিজাবেথ ক্যাডি স্টানটোন, সুসান বি এন্নি এর নাম উল্লেখযোগ্য। তারা সকলেই ভোটাধিকার আন্দোলনের পূর্বে দাস প্রথা বিলোপে সংগ্রাম করেছেন। তারা কুকার এর আত্মিক সমতার ধর্মতত্বে বিশ্বাসী ছিলেন, যেখানে নারী এবং পুরুষকে ঈশ্বরের অধীনে সমান হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়।১৯১৯ সালের আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের ১৯ তম সংশোধনীর সাথে সাথে নারীবাদের প্রথম ঢেউ শেষ হয়েছে বলে মনে করা হয়, কেননা এ সংশোধনীতে নারীদের ভোটাধিকার দেয়া হয়। এরপরে নারীবাদীরা নারীবাদের দ্বিতীয় ঢেউ এর যুগে প্রবেশ করেন যেখানে সামাজিক ও সংস্কৃতিগত বৈষম্য এবং রাজনৈতিক অসমতার বিষয়গুলো সামনে আসে।

বাংলাদেশ নারীবাদী উদ্ভব ও বিকাশ:

বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটি দেশ। সংস্কৃতি, এতিহ্য প্রথা ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের নারীরা পাশ্চাত্য নারীদের চেয়ে পরস্পর ভিন্ন এবং পাশ্চাত্য নারীর অবয়ব বাংলাদেশী নারীদের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এবং বাংলাদেশী নারীদের জন্য প্রযোজ্যও নয়। পাশ্চাত্যকে যদি নারীবাদের উৎপত্তিস্থল হিসেবে দাবি করা হয়; তবে বাংলাদেশে সহজাত নারীবাদের সৃষ্টি হয়েছে, যা পাশ্চাত্যের নারীবাদ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন মনে করতেন নারী সামাজিক জীব; নারীকে নিজের কথা নিজেকে সমস্বরে বলতে হবে, অন্য কেউ নারীর হয়ে বলবে না। রোকেয়া পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন না এবং পশ্চিমা নারীবাদ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন না; শ্বেতাঙ্গ নারীবাদীদের সঙ্গে তার পরিচয় ছিল না। রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন তার সুলতানার স্বপ্ন (১৯২৪) বইয়ে নারী পরিচালিত বৈচিত্র্পূর্ণ, সমতাভিত্তিক কাল্পনিক নারীবিশ্বের চিত্র তুলে ধরেছেন, যা হবে শোষণ থেকে মুক্ত। অস্তিত্বের জন্য সুলতানার সংগ্রাম এবং নারীমুক্তির জন্য তার কাজ প্রভৃতি ছিল নারীবাদের উদাহরণ । রোকেয়া তার লেখনীর মধ্য দিয়ে সমাজের কুসংস্কার, অবরোধ প্রথার অতিরিক্ত প্রভাব, ধর্মীয় রক্ষণশীলতা, নারী শিক্ষা, নারীর প্রতি সামাজিক অবমাননা, নারীর অধিকার এবং নারী জাগরণের প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্ত করেছেন। তিনি বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ প্রথার বিরোধিতা করেছেন।এছাড়াও নারীর ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠাসহ বিভিনন রকম অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবীতে একের পর এক রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনে প্রকম্পিত হয় বিশ্ব।

গত শতাব্দীর ৬০-এর দশকেই এদেশের নারীরা জেগে উঠতে শুরু করে। জাতীয় রাজনৈতিক সংগ্রামে অংশগ্রহণের পাশাপাশি নারীরা তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবীগুলোকেও সামনে তুলে ধরে। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে এদেশের নারীরা অনন্যসাধারণ ভূমিকা পালন করে। নবগঠিত বাংলাদেশ রাষ্ট্রে নারী অধিকারের বিষয়টি রাষ্ট্র-সরকারের কাছেও যথেষ্ট গুরুত্ব পায়। ১৯৭২ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারী সরকারের এক আদেশবলে প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ মহিলা সমিতি। এর বাইরেও নানারকম সংঘ,সমিতি,সংগঠন গড়ে তোলার মাধ্যমে নারীরা তাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের আন্দোলন অব্যাহত রাখে।

বিশ শতকের নারী জাগরণ এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনের ধারাবাহিকতারই একটি প্রবাহ বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক । বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক কার্যক্রম শুরু করে ২০০৬ সালে। দেশের তৃণমূলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ছোট ছোট সক্রিয় নারী সংগঠন এবং ব্যক্তি নারীনেত্রীদের জন্য একটি সেতুবন্ধন গড়ে তোলাই ছিল এর প্রাথমিক লক্ষ্য। যাতে করে তৃণমূলের নারীরা একটি জাতীয়ভিত্তিক প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে নিজেদের চিন্তা-চেতনা,দাবী-দাওয়া তুলে ধরতে পারেন। যাতে নারীদের একটি জাতীয়ভিত্তিক এক্য গড়ে উঠে,যাতে তাদের কণ্ঠ উচ্চকিত হয়,যাতে তাদের অধিকারের কথা পৌঁছে দিতে পারেন রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায়ে, যাতে তাদের কণ্ঠ নারী জাগরণের বৈশ্বিক চেতনার সাথে একসুরে মিলতে পারে।দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ সুচনালগ্ন থেকেই ক্ষুধামুক্ত,আত্মনির্ভরশীল, সামাজিক ন্যায় ও নারী-পুরুষের সমতাভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রত্যয় নিয়ে তৃণমূল পর্যায়ে গণজাগরণ সৃষ্টির প্রয়াস চালিয়ে আসছে । স্থানীয় সরকার,তৃণমূলের নারী-পুরুষ,ছাত্রছাত্রীদের সংগঠিত,ক্ষমতায়িত ও অনুপ্রাণিত করার বহুমূখী উদ্যোগ বাস্তবায়ন করছে। যাতে তারা স্বপ্রণোদিত হয়ে নিজের এলাকা পরিবর্তন ও উন্নয়নের দায়িত্ব নিজেরা গ্রহণ করে। এর মধ্য দিয়ে স্থানীয় নেতৃত্ব সৃষ্টি হবে ও তাদের নেতৃত্বে সামাজিক আন্দোলন গড়ে উঠবে।দি হাঙ্গার প্রজেক্ট গভীরভাবে বিশ্বাস করে যে,নারীরাই ক্ষুধামুক্তির মূল চাবিকাঠি” বিদ্যমান জেন্ডার অসমতা ও বৈষম্য; ক্ষুধাযুক্ত ও আত্মনির্ভরশীল বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে অন্যতম অন্তরায়। নারীকে অবদমিত রেখে টেকসই উন্নয়ন অর্জন সম্ভব নয়। বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেও দেখা যায়-

নারী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সচেতন ও দক্ষ হলে তাদের সন্তানরা শিক্ষার আলো পায়। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমে যায়। পরিবারের আয় বাড়ে। এবং সাথে সাথে তাদের পরিবারের জন্য মর্যাদাপূর্ণ ভবিষ্যত সৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়ে।

- স্বাস্থ্য ও পুষ্টির মাধ্যমে নারীর স্বাস্থ্য নিশ্চিত করা গেলে তারা সুস্থ ও বলিষ্ট সন্তান প্রসব করে থাকে । এতে পরিবারের চিকিৎসা ব্যয় হাস পায়। নারীরা বেশী উৎপাদনক্ষম হয়। তারা পরিবার তথা জাতীয় আয় বৃদ্ধিতে অবদান রাখতে পারে।

- নারীদের আয় ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হলে পরিবারে এবং সমাজে তাদের মর্যাদা বেড়ে যায়। তারা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভূমিকা রাখে । তাদের প্রতি অবিচার

ও নির্যাতনের পরিমাণ কমে যায়। নারীর আয় সাধারণত পরিবারের কল্যাণে ব্যয় হয়। তাই নারীর বাড়তি আয়ের মাধ্যমে পরিবারের সার্বিক অবস্থার উন্নতি সাধিত হয়ে থাকে।

_ নারীরা যদি একতাবদ্ধ ও সংগঠিত হয় তাহলে তারা তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয় এবং অধিকার আদায়ের জন্য সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে পারে। তাদের প্রতি বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। আয় বৃদ্ধি করার নতুন নতুন সুযোগ সৃষ্টি হয়। নারীরা সংগঠিত হওয়ার মাধ্যমে পারিবারিক এবং সামাজিক অনেক সমস্যা সমাধানে তারা অগ্রণী ভূমিকা রাখতে পারে।

- পরিবারে ও সমাজের ভিতরে নারী নির্যাতন, নারীর জীবনকে অসহনীয় করে তুলেছে। তাই কোন নির্যাতনকে নারীরা বিনা চ্যালেঞ্জে ছেড়ে দিবে না, প্রতিটি নির্যাতনের বিরুদ্ধে সংগঠিতভাবে প্রতিবাদ করবে এবং প্রতিরোধ গড়ে তুলবে। নির্যাতনের বিরুদ্ধে তারা হবে প্রতিবাদী। সেই সাথে নারী পুরুষ নির্বিশেষে সবাইকে নারী অধিকার রক্ষায় বিদ্যমান আইনের যথাযথ গ্রয়োগ ও বৈষম্যমূলক আইন সংশোধনের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ ও সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে । এতে নারী নির্যাতন কমবে,পারিবারিক ও সামাজিক শান্তি নিশ্চিত হবে,নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে,মানবাধিকার সংরক্ষণ হবে এবং জাতীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে।

নারীবাদীদের কার্যকলাপ

নারীবাদীরা কার্যকলাপ ক্রমশ বাড়ছে। নারীবাদীরা বিভিন্ন সময় আন্দোলনের মাধ্যমে নারী অধিকারের প্রচারণা চালিয়েছে , যার মধ্যে ভোটের অধিকার , সরকারী অফিসের জন্য করা , সমান অধিকার রয়েছে। বিবাহের মধ্যে , এবং মাতৃত্বকালীন ছুটি । নারীবাদীরা গর্ভনিরোধ , আইনি গর্ভপাত এবং সামাজিক সংহতি নিশ্চিত করার জন্যও কাজ করেছে ; এবং নারী ও মেয়েদের যৌন নিপীড়ন , যৌন হয়রানি এবং গাহ্স্থ্য সহিংসতা থেকে রক্ষা করা । নারীর পোশাকের মান পরিবর্তন, পোশাকের স্বাধীনতা এবং নারীদের জন্য গ্রহণযোগ্য শারীরিক কার্যকলাপও নারীবাদী আন্দোলনের অংশ।

তাদের এ সকল কার্যকলাপ সবই ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক । কুরআন ও হাদীস বিরোধী। অনেক পণ্ডিত নারীবাদী প্রচারাভিযানকে নারীর অধিকারের জন্য প্রধান এতিহাসিক সামাজিক পরিবর্তনের প্রধান শক্তি বলে মনে করেন , বিশেষ করে পশ্চিমে , যেখানে তারা প্রায় (গর্ভনিরোধক ত্যাক্সেস সহ) অর্জনের জন্য কৃতিত্বপূর্ণ। এবং গর্ভপাত এবং চুক্তিতে প্রবেশ করার অধিকার এবং নিজস্ব সম্পত্তি। যদিও নারীবাদী ওকালতি প্রধানত নারীর অধিকারের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে এবং করা হয়েছে, কেউ কেউ এর লক্ষ্যের মধ্যে পুরুষের মুক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য যুক্তি দেয় , কারণ তারা বিশ্বাস করে যে পুরুষরাও এঁতিহ্যগত লিঙ্গ ভূমিকা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় । নারীবাদী তত্ব , যা নারীবাদী আন্দোলন থেকে উদ্ভূত, নারীর সামাজিক ভূমিকা এবং জীবনযাপনের অভিজ্ঞতা পরীক্ষা করে লিজ বৈষম্যের প্রকৃতি বোঝার লক্ষ্য । নারীবাদী তাত্ত্িকরা লিঙ্গ সম্পর্কিত সমস্যাগুলির প্রতিক্রিয়া জানাতে বিভিন্ন শাখায় তত্ত তৈরি করেছেন।

বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি এবং রাজনৈতিক লক্ষ্যের প্রতিনিধিত্বকারী অসংখ্য নারীবাদী আন্দোলন এবং মতাদর্শ বছরের পর বছর ধরে গড়ে উঠেছে। নারীবাদীদের কার্যকলাপে নতুনভাবে যুক্ত হয়েছে সমকামীতা,্রা্জেন্ডার মতবাদ ।পুরুষ থেকে নারীতে রুপান্তরিত ব্যাক্তিকেও তারা নারী বলে সম্বোধন করে সব সুযোগ সুবিধা দিচ্ছে।

নারী ও পুরুষ কি সমান?

নারী ও পুরুষ কখনো সমান হতে পারে না। তারা একে অপরের পরিপূরক তারা হল একে অপরের সহযোগী প্রতিযোগী নয় ।পুরুষ ও নারী জাতির মধ্যে সৃষ্টিগত কিছু পার্থক্য রয়েছে।নারীর শরীর অম্লধর্মী কিন্তু পুরুষের শরীর ক্ষারধর্মী, নারীর শরীর চুম্বকধর্মী কিন্তু পুরুষের বিদ্যুৎধর্মী। নারীর শরীর স্থিতিশীল ও রক্ষণশীল কিন্তু পুরুষের শরীর গতিশীল ও সৃজনশীল ।

সাধারণত: পুরুষের দৈহিক গড় ওজন ১৪০ পাউন্ড এবং নারীর

দৈহিক ওজন ১২৮ পাউন্ড। পুরুষের দেহে মাংস পেশী শতকরা ৪১.৫ ভাগ, কিন্তু নারীর দেহে মাংস পেশী ৩৫ ভাগ। পুরুষের দেহের হাড়ের ওজন সাধারণত: সাত সের কিন্তু নারীর দেহের হাড়ের ওজন সোয়া পাঁচ সের। পুরুষের দেহে শতকরা ১৮ভাগ চর্বি কিন্তু নারীর দেহে ২৮ভাগ চর্বি। পুরুষের তুলনায় নারীর শরীরে জলীয় অংশ বেশি । পুরুষের মগজের ওজন গড়ে সাড়ে ৪৯ আউন্স, কিন্তু নারীর মগজের ওজন মাত্র ৪৪ আউস, পুরুষের মগজের সর্ব নিম্ন ওজন ৩৪ আর সর্বোচ্চ ৬৫- আউন্স। অর্থাৎ মগজের ওজনের উপরই বুদ্ধি নির্ভরশীল ।

আল্লাহ তা'আলা সুরা আলে ইমরানের ৩৬ নং আয়াতে বলেন,

অর্থ: পুরুষরা তো নারীদের মত নয়।

নারী ও পুরুষের মধ্যে মনস্তাত্তিক পার্থক্য । শরীরিক ও গঠন কাঠামো গত পার্থক্য ছাড়াও মানসিক ও স্বভাবগত দিক থেকেও নারী-পুরুষের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য বিদ্যমান। আর এপার্থক্য শুধু মানুষ নয় বরং ইতর প্রাণী নির্বিশেষে সকল ক্ষেত্রেই বিদ্যমান। পুরুষ যেখানে সাহসী নারী সেখানে ভীরু । সাহসিকতা, শৌর্য-বীর্য, বীরত্ব ও পৌরুষে পুরুষের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য; আর ভীরুতা, আত্ম বিশ্বাসহীনতা, পর নির্ভশীলতা ও লজ্জা নারীর ভূষণ। পুরুষ যেখানে বেপরোয়া ও কাণ্ড জ্ঞানহীন, নারী সেখানে কর্তব্য পারায়ণ ও দায়িত্বশীল। পুরুষ যেখানে চঞ্চল ও উগ্র, নারী সেখানে শান্ত ও নমনীয়। পুরুষ জয়

করে শক্তি ও পৌরুষে, নারী জয় করে রূপে ও গুনে। নারী যেখানে নিরাপত্তাহীনতায় কাতর, পুরুষ সেখানে নিরাপত্তা দাতা আমরা মুসলমান। আলাইহি ওয়াসাল্লাম । আল্লাহ তায়ালার যে সিদ্ধান্ত তার মধ্যেই আমাদের সফলতা ও কল্যাণ।

বিভিন্ন ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে নারীদের অবস্থা

সভ্যতাসমৃদ্ধ প্রাচীন গ্রিক, রোমান, পারস্য, মিসরীয়, চৈনিক, হিন্দু, ইহুদি ও খিস্টান সমাজের চিত্র ছিল এক্ষেত্রে এক ও অভিন্ন ।

গ্রিক সমাজে, নারীরা এর ঘৃণিত ছিল যে, তাদেরকে শয়তানের নোংরা চেলাচামুণ্ডা মনে করা হতো।

রোম সাম্রাজ্যে পরিবার প্রধান, নিজের সন্তানদের যাকে ইচ্ছা বিক্রি করে দিতে পারত দাসদাসীর মতো । কন্যা সন্তান হলে তো কোন কথাই নাই।হিন্দু ধর্ম মতে,পিতা, স্বামী অথবা নিজ পুত্রের কর্তৃত্ব থেকে নারীর স্বাধীন হওয়ার কোন অধিকারই নেই। এমনকি এক সময় স্বামীর ৩। মৃত্যের পর স্ত্রীর বেঁচে থাকার অধিকারও ছিল না। তাকে স্বামীর সাথে একই চিতায় জীবন্ত পুড়ে মরতে হতো । ১৭০০ শতাব্দীতে আইন করে এই প্রথাকে বিলুপ্ত করা হয়।

চীনদের প্রবাদই ছিল “তোমরা স্ত্রীর কথা শোন তবে বিশ্বাস করো না”।

ইহুদি ও খ্রিস্টানরাই তো নারীকে রীতিমত অভিশাপ মনে করে থাকে। কারণ নারীই না কি আদমকে বিপথগামী করেছিল । তাওরাতে বালা হয়েছে, স্ত্রী লোক মৃত্যুর চেয়ে মারত্বক। বোস্তাম নামক খ্রিস্টান বালাকে বলেন, নারী এক অনিবার্ধ আপদ, এক লোভনীয় আপদ, পরিবার ও সংসারের জন্য হুমকি, মোহনীয় মোড়কে আবৃত বিভীষিকা।আরবদের অবস্থা তো ছিল আরো সঙ্গিন কন্যা। সন্তান ভূমিষ্ট হওয়াকে তারা ভীষণ অশুভ ঘটনা বিবেচনা করত। কোন কোন গোত্র নবজাতক মেয়েকে আভিজাত্যের কলঙ্ক ভেবে এবং কেউ বা খাদ্য জোগাতে পারবে না এই আশঙ্কায় জ্যান্ত মাটিতে পুতে

ফেলত। মহান আল্লাহ তায়ালা কুরআনুল কারিমে তাদের এহেন কর্মের নিন্দা করেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

“যখন তাদের কাউকে কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেয়া হয়। তখন তার মুখ কালো হয়ে যায়। এবং অসহ্য মনস্থাপে ক্লিষ্ট হতে থাকে। তাকে শোনানো সুসংবাদের দুঃখে সে লোকদের থেকে মুখ লুকিয়ে রাখে । সে চিন্তা করে অপমান সহ্য করে তাকে থাকতে দেবে না। তাকে মাটির নিচে পুতে ফেলবে। মেনে রেখো, তাদের ফয়সালা খুবই নিকৃষ্ট।”

নারীবাদ ইমান ভঙ্গের কারণ

নারী বাদ বলতে শরীয়তে কিছু নেই। এর আগা থেকে গোড়া পর্যন্ত সবই ভ্রান্তিতবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে তদের গোমরাহ বলা গেলেও কাফের বলা যায়না আর কিছু কিছু ক্ষেত্রে শরীয়তের অকাট্য ও সুস্পষ্ট কোন বিষয়কে অস্বীকার করা, অভিযোগ করা ও বিদ্রুপ করার কারণে তাদের ঈমান চলে যাবে । বিয়ে করে থাকলে সাথে সাথে বিয়ে ভেঙ্গে যাবে ।এবং তাওবা না করলে ইসলামী রাষ্ট্রে তাকে মুরতাদ হিসেবে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে।

১) সকল বিষয়ে নারী পুরুষের সমান অধিকার রয়েছে। তাদের মাঝে কেবল লিঙ্গ ও গঠনাকৃতির ব্যবধান রয়েছে! বাকী সব ক্ষেত্রে পুরুষ যা করতে পারবে নারীরাও তাই করতে পারবে, এতে বাধা দেওয়া ধর্মান্ধতা ও মধ্যযুগীয় কুসংস্কার বললে ঈমান চলে যাবে।

২) বোরকা পরিধান করা ও পর্দা প্রথা একটি সেকেলে ও মধ্যযুগীয় প্রথা। অনুরুপ নারীদের হিজাব ও পর্দার বিধানকে ব্যাঙ্গাত্মক ও বিদ্রপাত্মক ট্যান্ট/তাবু, ক্ষেত, জঙ্গী, ঝোপঝাড় ও জঙ্গল বললেও ঈমান চলে যাবে।

৩) আল্লাহ কুরআনে উত্তরাধিকার হিসেবে ছেলেরা মেয়েদের দ্বিগুণ পাওয়ার বিধান রেখেছেন তা বে ইনসাফ। এক্ষেত্রে কুরআন ও আল্লাহ মেয়েদের অবহেলা করেছে। ।

৪) পুরুষরা নারীর উপর কর্তৃত্ববান হবে কেন? কেনই বা নারী তার স্বামীর আনুগত্য করবে?

নারীরা স্বাধীন থাকবে তাদের স্বাধীনতা থাকবে কারো কর্তৃত্ব ও আনুগত্য মেনে নারী পরাধীন থাকবেনা ।

“পুরুষেরা নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল কারণ আল্লাহ একের উপর অন্যের বৈশিষ্ট্য দান করেছেন এবং এ জন্য যে, তারা তাদের অর্থ ব্যয় করে। সুরা নিসা-৩৪

নারীবাদীদের দিয়ে এন জিও দের ষড়যন্ত্র

নারীবাদীদের দিয়ে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক এন জিও গুলো তাদের কার্যকলাপ গুলো কৌশলে পঅসহায় নারী শিশুদের জন্য তারা ভালো কাজ করে এমন একটি চিত্র তারা ফুটিয়ে তোলে আপাতদৃষ্টিতে সেটি দেখতে ভালো মনে হলেও এর পিছনে থাকে কঠিন ষড়যন্ত্র। জাতিসংঘ,ব্র্যাক ইত্যাদি নাম না জানা আরো অনেক এন জিও সুক্ষভাবে আমাদের নারীদের মাথায় নারীবাদের বিষবাষ্প ঢুকিয়ে দিচ্ছে। ইহুদি ও খ্রিস্টানরা বিশেষ করে তাদের ষড়যন্ত্র এর মিশন কে চালু রেখেছে মুসলিম নারীদের পিছনে।
এন জিও সুক্ষভাবে আমাদের নারীদের মাথায় নারীবাদের বিষবাষ্প ঢুকিয়ে দিচ্ছে পিছনে । কারণ তারা খুব ভালোভাবে জানে যদি মুসলিম নারীদেরকে আমাদের আয়ত্তে আনতে পারি তাহলে মুসলিম জাতিকে ধ্বংস করা আমাদের জন্য অতি সহজ । তাই তারা বিভিন্নভাবে অপকৌশল চালিয়ে নারীদেরকে স্বীয় ঘর থেকে বের করে নিচ্ছে চাকুরী ও টাকার প্রলোভন দেখিয়ে। যেমন- বিভিন্নরকম বীমা কোম্পাণী, ব্র্যাক সংস্থা ইত্যাদির মাধ্যমে ।

গভীর ভাবে চিন্তা করলে বুঝা যায় তারা মা বোনদেরকে ঘর থেকে বের করে নিচ্ছে দারিদ্র্য গভীর ষড়যন্ত্র রয়েছে। কারণ মহিলারা হলেন সন্তান উৎপাদনের ক্ষেত। যদি এসমস্থ মহিলাদেরকে চরিত্রহীন, নির্লজ্জ ও ইসলাম বিরোধী বানানো যায় তাহলে তার থেকে যে সমস্ত সন্তান ভূমিষ্ট হবে, তারাও তাদের মত হবে। উত্তরবঙ্গের অনেক জেলা

রয়েছে যেসমস্ত জেলায় বানিয়ে ছিল। ঘটনাটি প্রকাশ হওয়ার পর তাদের আবার মুসলমান বানানো হয়েছে।

নারীবাদী ও মিডিয়া আগ্রাসন

নারীবাদীরা ফিতরাতের বাইরে নারী-পুরুষ সমতার পক্ষে লড়াই করতে গিয়ে একটা পর্যায়ে নারীকে নারীকে স্রেফ ভোগের সামগ্রীতে পরিণত করে। এজন্য যেই পশ্চিমা সমাজে নারী অধিকার ও নারী ক্ষমতায়ন নিয়ে এত মাতামাতি, খোদ সেখানেই নারীবাদীদের কুরুচিপূর্ণ যৌনাচার, বর্ণবাদ, পুরুষনিগ্রহ এবং ক্ষমতার বিকার সভ্যতা ও নৈতিকতার যাবতীয় মাত্রা ছাপিয়ে গেছে। কিন্তু দুনিয়াব্যাপী নারীবাদীদের সেইসব অব্যাহত অপকর্মের কতটুকু আপনি জানেন? নারীবাদ কি আসলেই নারী-পুরুষ সমতার কথা বলে? নাকি সমতার ছদ্মাবরণে নারীকেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থা গড়ে তোলাই তাদের অভীষ্ট লক্ষ্য? সমাজ, রাষ্ট্র ও টিভি-মিডিয়ার সর্বত্র কীভাবে তারা ষড়যন্ত্রের জাল বিছিয়ে ওত পেতে বসে আছে। বিভিন্ন হলিউড বলিউড নারীবাদী অভিনেত্রীরা নারী স্বাধীনতার কথা বলে অথচ তারা নিজেরাই নিজেদের সন্ঘমকে অর্থের বিনিময়ে বিকিয়ে দিয়েছে পুরুষদের কাছেই " my body, my choice 'নামক ঘৃণ্য ও অশ্লীল মতবাদ তারাই ছড়িয়ে সমাজকে কলুষিত করছে।অনেক পুরুষও নারীদের এসকল কর্মকান্ড সমর্থন করছে। বিষয়টি এমন যে শিয়াল তো মুরগীর স্বাধীনতা চাইবেই।এসকল নারীরা বিয়ে করছে আবার বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে আবদ্ধ হচ্ছে ডিভোর্স হচ্ছে আবার বিয়ে করছে ।এইভাবেই তাদের জীবন চলছে। শেষ সময়ে এসে স্বামী, সন্তানহীনজীবন যাপন করছে আর সঙ্গী হিসেবে বেছে নিয়েছে পোষা কুকুরকে।

নারী ক্ষমতায়ন

নারী ক্ষমতায়নের বুলি আউড়ানো পশ্চিমা বিশ্ব।' অথচ খোদ আমারেরিকা তাদের প্রেসিডেন্ট হিসেবে কোন নারীকে ক্ষমতা দেন নি।অথচ তারায় নাকি নারী অধিকার নিয়ে বেশি সচেষ্ট। যেই দেশটা নারী নারী আর নারীর অধিকার নিয়া বিশ্বব্যাপী এত কিছু করে তাদের দেশেই কেনো কখনো কোনো নারী সর্বোচ্চ ক্ষমতায় যেতে পারে না।

কারন তারা ঠিকই জানে হিউম্যান সাইকোলজি তথা ফিতরাতগত ভাবে ওই জাতি কখনোই উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছাতে পারবে না, যে জাতিকে কোনো মহিলা নেতৃত্ব দিবে।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

“যে সম্প্রদায় তাদের নেতৃত্বের দায়িত্বভার কোনো নারীর উপর অর্পণ করে সেই সম্প্রদায় কখনোই সফল হবে না।” (সহিহ আল বুখারী, হা/৭০৯৯)

হযরত আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত। রাসুল(সা.) বলেন-

“যখন তোমাদের নেতারা তোমাদের মাঝের বদলোক হয় আর তোমাদের ধনীরা হয় কৃপণ, আর তোমাদের কর্মকর্তা হয় নারী, তখন জমিনের পেট তার পিঠের তুলনায় তোমাদের জন্য উত্তম। (অর্থাৎ জমিনের উপরে বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যু তোমাদের জন্য উত্তম। সুনানে তিরমিযি,হাদীস নং ২২৬৬

নারীবাদীদের ইসলাম বিদ্বেষ

নারীবাদীরা মূলত ইসলামবিদ্ধেষী মনোভাব তাদের অন্তরে লালন করে আমাদের নারীদেরও ইসলামের সম্পর্কে নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করাতে শেখায় ।যেমন: পর্দা মত ফরয ইবাদাত কাজ শুধু সংসার সামলানো নয় ।ইসলাম নারীদের ঘরে বন্দী করে রেখেছে ইত্যাদি ইত্যাদি। অন্যান্য ধর্মে নারীদের অবস্থানের বিষয়ে তারা তেমন কোন প্রতিক্রিয়া দেখায় না। বিভিন্ন মাহফিলে উলামায়ে কেরামগণ পর্দা নিয়ে কথা বললে তাদের মৌলবাদী এমন ট্যাগ দিতেও ভয় করে না। তাদের সমস্যা মূলত ইসলাম। তারা সবসময় বলে ইসলাম ধর্মে নারীদের জোর করে পর্দা করানো হয়।অথচ এটি একটি ইবাদত।

পর্দা একটি ইবাদাত ও আল্লাহর আদেশ-

পর্দা একটি ফরয ইবাদাত যে ইবাদাতের কাযা আদায় করা যায় না।এই ইবাদাত নারীদের জন্য কত বড় নিয়ামত তা বলে কি আদৌ শেষ হবে? নারীবাদীরা এই ইবাদাত নিয়ে কটাক্ষ করতে ভয় করে না।তারা এই বিধান কে নারীদের জন্য বাধা মনে করে পর্দা নামক পবিত্র ইবাদাত কে নিয়া তারা উপহাস করে। বোরকা পড়লে ভুতের মত লাগে, দেখলে ভয় লাগে এই টাইপের মন্তব্য করে।

আল্লাহ তায়ালার যত বিধান আছে সমস্ত বিধান আমাদের কল্যাণের জন্য । তাই আল্লাহ তায়ালা ও তার রাসূল আমাদের জন্য যে বিধান দিয়েছেন তা পালন করা আমাদের জন্য জরুরী । কারো ধোঁকায় পড়ে কোন ভাবেই আল্লাহ এবং তার রাসূলের বিধানকে লঙ্ঘন করা যাবে না। এখন যদি আপনারা কারো শরীয়ত বিরোধী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তাহলে অবশ্যই উক্ত আয়াতের হুকুমের অবমাননা করা হবে। আয়াতটি হলো -
“তোমরা গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান কর বর্বর যুগের অনুরূপ নিজেদেরকে প্রদর্শন করবে না।”
কুরআন এ উল্লেখ আছে-

“তোমরা যখন তাঁর স্ত্রীদের নিকট কিছু চাইবে তখন পর্দার আড়াল থেকে চাইবে। এটা তোমাদের অন্তরের জন্য এবং তাঁদের অন্ত রের জন্য অধিকতর পবিত্রতার কারণ।”
কুরআন এ আরও বলা আছে-
“হে নবী! আপনি আপনার পত্রী ও কন্যা এবং মুমিনদের স্ত্রীগণকে বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের উপর টেনে দেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজ হবে । ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না।”

উপরোক্ত তিনটা আয়াতের ভাষ্য দ্বারা অবশ্যই বোঝা যায় যে পর্দা করা আল্লাহ তায়ালার মহান নির্দেশ ।

নারীবাদী ষড়যন্ত্রকারীদের আরেকটি উক্তি হলো কোন মহিলাকে পর্দা করার জন্য বাধ্য করা যাবে না। এটা সম্পূর্ণ ইসলাম বিরোধী কথা। এ সমস্ত উক্তিগুলো সম্পূর্ণ কোরআনের উক্ত আয়াতসমূহের সাথে একে বারেই সাংঘর্ষিক। এ কথা স্মরণ রাখবেন, কোরআন মাজীদের একটা আয়াতকে যদি কোন ব্যক্তি অস্বীকার করে, বা অবমাননা করে সাথে সাথে সে কাফের হবে।

নারীবাদের আগ্রাসন পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থা-

সমাজে নারীদের এমন উন্মুক্ত আচরণ পরিবারগুলোকে ধ্বংস করে দিচ্ছে ক্যারিয়ারমুখী নারীরা অনাগ্রহ প্রকাশ করছো স্বামীর অবাধ্যতা ও স্বামীকে সময় না দেয়ার কারণে পরিবার গুলো ভেঙ্গে যাচ্ছে। সমাজের বিশৃঙ্খলতা সৃষ্টি হচ্ছে।পরিবার গুলো ভেঙে যাচ্ছে।ইসলামী মূল্যবোধ, বিধিনিষেধের কোন তোয়াক্কা না করেই পরিবার আর সমাজ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

দ্বীনদার ফেমিনিস্ট

দ্বীনদার ফেমিনিস্ট একটি নব্য ফিতনা ।নারীবাদীদের জাল এত প্রকট আকার ধারণ করেছেযে অনেক দ্বীনদার নারীও এই ফাঁদে পা দিয়েছে ।তাদের নতুন বানী হলো 'পর্দা করে সব করা যায়!

পর্দা করে ব্যবসা করা, চাকরী করা, সহশিক্ষা, উচ্চ শিক্ষা অর্জন করার জন্য বিদেশ যাত্রা ইত্যাদি । ব্যবসা করার ক্ষেত্রে তারা আম্মাজান খাদিজা (রা.) এর ব্যবসা কে উদাহরণ হিসেবে টেনে আনে ।তারা পর্দা কে ফ্যাশন হিসেবে নিয়েছে। বিভিন্ন রংবেরঙ্র বোরকা,নিকাব পরিধান করা। বোরকা হরেক ডিজাইন যা পর্দার মত পবিত্র ইবাদাত কে নিয়ে উপহাস করা নয় কি?বোরকা গুলো এত টাইট হয় যে শরীরের অবয়ব সম্পূর্ণ বোঝা যায়। হাদীসে বর্নিত আছে-

“দুই প্রকার জাহান্নামী মানুষ আমি (এখন পর্যন্ত) প্রত্যক্ষ করি নি (অর্থাৎ, আমার পরে তাদের আবির্ভাব ঘটবে): এমন এক সম্প্রদায় যাদের কাছে গরুর লেজের মতো চাবুক থাকবে, যা দিয়ে তারা জনগণকে প্রহার করবে। আর পোশাক পরিহিত উলঙ্গ নারী (অর্থাৎ নারীরা এমন নগ্ন ও পাতলা পোশাক পরবে যে, বাস্তবে উলঙ্গ থাকবে), (পর পুরুষকে) নিজেদের প্রতি আকর্ষণ করবে ও নিজেরাও (পর পুরুষের প্রতি) আকৃষ্ট হবে। (ফ্যাশন ও স্টাইল করার নিমিত্তে) তাদের মাথা (চুলের গোছা) হবে উটের হেলে যাওয়া কুঁজের মতো! এ ধরনের নারীরা জানাতে প্রবেশ করবে না এবং জান্নাতের সুগন্ধও পাবে না। অথচ জান্নাতের সুগন্ধ এত এত দূরত্বের পথ থেকে পাওয়া যাবে (অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, তা ৫০০ বছরের দুরুত্ব থেকে পাওয়া যায়)।সহীহ মুসলিম- ২১২৮; শরহু মুসলিম, নববী- ১৭/১৯১; মাজমুউল ফাতাওয়া- ১৪৬/২২”

আরেকটি হাদীসে বর্ণিত আছে যে,

“অচিরেই আমার উম্মতের মাঝে শেষ যামানায় একদল পুরুষের আবির্ভাব হবে, যারা (ঘোড়া বা উটের) বাহনে বসার জন্য তৈরিকৃত গদির মত (ভিন্ন যানবাহনে বসার জন্য) নরম ও রেশমের কাপড়ে তৈরি গদিতে আরোহন করবে। এমনকি তাদের এ যানবাহন নিয়েই তারা মসজিদে সালাত পড়তে আসবে (লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে)! তাদের মেয়েরা কাপড় পরিহিত হয়েও উলঙ্গ থাকবে! (ফ্যাশন ও স্টাইল করারনিমিত্তে) তাদের মাথা হবে উটের হেলে যাওয়া কুঁজের মতো! ওদের অভিশাপ দাও কেননা ওরা সবাই অভিশপ্ত! যদি আল্লাহ এই উম্মতের পর অন্য কোন উম্মত সৃষ্টি করতেন তাহলে এসব নারীদেরকে তাদের পরবর্তী উম্মতের খাদেমা হিসেবে নিযুক্ত করতেন যেমনটি তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতের (বনী ইসরাইলের) নারীদেরকে (তাদের অকৃতজ্ঞতা ও নাফরমানির কারণে) তাদের পরবর্তী উম্মতের খাদেমা নিযুক্ত করা হয়েছিল!

(মুসনাদে আহমাদ- ১১/৬৫৪; সহীহ ইবনু হিব্বান- ৫৭৫৩; মুস্তাদরাকে হাকেম- ৪/৪৩৬; ফতহুর রব্বানী, আহমাদ আব্দুর রহমান আল বান্না- ১৭/৩০১)”

নারীবাদ নারীদের জন্যই ক্ষতিকর

নারীবাদ ' এই তত্ব মূলত নারী হিসেবে আমাদের জন্যই ক্ষতিকর ।নারীবাদ আমাদের মনে পুরুষ বিদ্বেষী মনোভাব তৈরি করে।এদের অনুকরণে আমরা স্বাধীন হতে গিয়ে উল্টা নিজের গায়রত হারিয়ে ফেলব মুক্তা ঝিনুকেই সুন্দর। দামী জিনিস আমরা সব সময় লুকিয়ে রাখি।আমরাই তেমন দামী আল্লাহর কাছে আল্লাহ তা'আলায় আমাদের এ সম্মান দিয়েছে। নারীবাদীর আগ্রাসনে নারীরা আজ ক্যারিয়ারমুখী হওয়াতে বিয়ে করছে না।বেশি বয়সে বিয়ে হওয়াতে সন্তান ধারণক্ষমতা হাস পাচ্ছে ।শারীরিক ক্ষতি হচ্ছে।কিংবা ক্যারিয়ারেরকথা চিন্তা করে সন্তান জন্মদানে নিরুৎসাহিত হচ্ছে।সংসারের নানা অশান্তি হচ্ছে ডিভোর্সের ংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইসলামের বিধান লঙ্ঘন করলে অশান্তি ও ধ্বংস অনিবার্ধ। বর্তমানে দেখা যাচ্ছে কত নারী দৈনিক ধর্ষিত হচ্ছে। কোথাও কোথাও নারীকে ধর্ষণ করার। পর সাথে সাথে হত্যা করে ফেলছে। যারা চাকুরী জীবী তারাও ধর্ষণের শিকার ব্যভিচারের শিকার চাকুরী চলে যাওয়ার ভয়ে মুখ খুলতে পারছে না। আর যারা তাসলিমা নাসরিনের কাতারে যোগ দিয়েছে এবং পুরুষের নিজেদের বিলিন করে দিচ্ছে, এটাকে তারা গর্বের কাজ মনে করছে। এটাই কি গর্বের কাজ? নাকি নারী জাতির মান-মর্যাদাকে চিরতরে ধ্বংস করার পায়তারা।শিক্ষিত নামের কিছু ইহুদি খ্রিস্টানদের দালাল তারা চায় নারীরা পর্দাহীনভাবে ২৪ঘন্টা জীবন যাপন করুক এটাই নারীর স্বাধীনতা । আসলে কি পর্দাহীনতা নারী স্বাধীনতা? চিন্তা করুন যারা এই সমস্ত কথা বলে তারা নারীদের থেকে তাদের হীনস্বার্থ উদ্ধার করার অপচেষ্টা করছে। নারীর বেপর্দা জীবন-যাপন করুক, এসমস্ত কথা বলে অবশ্যই তারা দুনিয়াতেও লাঞ্চিকত হবে, এবং হচ্ছে। যদিও তারা প্রকাশ করছেনা স্বার্থের কারণে । আখেরাতে তো হবেই। এই পুরুষ তার কামভাব পুরা করার জন্য চেষ্টা করবে তখন সে গুনাহের কাজে লিপ্ত হবে। আর এ মহিলাকে চির কলঙ্কিত হয়ে দুনিয়াতে থাকতে হবে । অনেক সময় আত্মহত্য করেও ফেলে । এমন বহু ঘটনা আছে যা বর্তমানে দেখা যাচ্ছে।কোন নারী বেপর্দাভাবে চলবে অথচ কোন পুরুষ তার দিকে তাকাবে না। এবং এ নারী ফিতনার শিকার হবে না এটা অসম্ভব। আর কেউ যদি এটার বিরুদ্ধে আইন করে তাহলে সে বোকা ছাড়া আর কিছু নয়।এমন অবস্থা চলতে থাকলে সমাজে ইভ টিজিং, ধর্ষণ ইত্যাদি বৃদ্ধি পাবে।আলহামদুলিল্লাহ যে সমস্ত মা ও বোনেরা পর্দা করে তারা সব সময় নিরাপদ থাকে । তাদের চরিত্রের উপর কোন আঘাত আসে না। তারা সব সময়

চিন্তামুক্ত থাকে। দুনিয়াতেও শান্তি আখেরাতেও শান্তি। কারণ হলো তারা আল্লাহ তায়ালার মহান হুকুম পর্দার বিধানকে পালন করে ।তাই বলা যায়, "নারীবাদ" আমাদের নারীদের জন্যেই ক্ষতিকর।

ইসলামে নারীত্ব

ইসলামে নারীত্ব (Islamic femininity / নারীর স্বকীয়তা) বলতে নারীর মর্যাদা, স্বভাব, দায়িত্ব, অধিকার, লজ্জাশীলতা, চরিত্র, আধ্যাত্মিকতা ও সামাজিক ভূমিকার সমন্বিত পরিচয়কে বোঝায়। ইসলাম নারীত্বকে দুর্বলতা হিসেবে নয়, বরং সম্মান ও দায়িত্বপূর্ণ পরিচয় হিসেবে দেখেছে।
ইসলামে নারীত্বের কিছু মূল দিক—

১. নারীর মর্যাদা ও সম্মান
ইসলাম নারীকে সম্মানিত মর্যাদা দিয়েছে। কুরআনে বলা হয়েছে—
“আর আমি আদম সন্তানকে সম্মানিত করেছি।”
— সূরা আল-ইসরা ১৭:৭০
এখানে নারী-পুরুষ উভয়ই অন্তর্ভুক্ত।

২. তাকওয়া হলো মর্যাদার মাপকাঠি
ইসলামে নারীত্বের মূল্য বাহ্যিক সৌন্দর্যে নয়, তাকওয়া ও চরিত্রে।
“নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে মর্যাদাবান সে, যে সবচেয়ে বেশি তাকওয়াবান।”
— সূরা আল-হুজুরাত ৪৯:১৩

৩. লজ্জাশীলতা ও শালীনতা (হায়া)
ইসলামে নারীত্বের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো হায়া (লজ্জাশীলতা)।
রাসূল ﷺ বলেছেন—

“প্রত্যেক ধর্মের একটি বিশেষ চরিত্র আছে, আর ইসলামের বিশেষ চরিত্র হলো লজ্জাশীলতা।”

— Sunan Ibn Majah

৪. পরিবার ও সমাজে ভূমিকা

ইসলাম নারীকে শুধু গৃহের মধ্যে সীমাবদ্ধ করেনি; বরং মা, স্ত্রী, কন্যা ও সমাজের সদস্য হিসেবে মর্যাদা দিয়েছে।

রাসূল ﷺ বলেছেন—

“জান্নাত মায়ের পদতলে।”

— Sunan an-Nasa'i

৫. জ্ঞান অর্জনের অধিকার

ইসলামে নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য জ্ঞান অর্জন গুরুত্বপূর্ণ।

হাদিসে এসেছে—

“জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরজ।”

— Sunan Ibn Majah

৬. অধিকার ও দায়িত্বের ভারসাম্য

ইসলাম নারীদের শিক্ষা, সম্পদ, উত্তরাধিকার, বিবাহের সম্মতি ও সামাজিক অধিকার দিয়েছে।

“পুরুষদের জন্য যা অর্জন করেছে তার অংশ আছে এবং নারীদের জন্যও যা অর্জন করেছে তার অংশ আছে।”

— সূরা আন-নিসা ৪:৩২

যদি তুমি থিসিস “আধুনিক নারীবাদ ও ইসলামি নারীত্ব” নিয়ে লিখো, তাহলে “ইসলামে নারীত্ব” অংশে এগুলো সাব-হেডিং হিসেবে ব্যবহার করতে পারো।

ইসলাম নারীদের যে সম্মান দিয়েছে তা অন্য কোন ধর্মে দেওয়া হয় নি।নারীদের বলা 'রব্বাতুল বাইত'। তারা ঘরের রানী।তারা তাদের স্বামীর আনুগত্য করবে,সংসার সামলাবে রিজিক তালাশের করার মত কঠিন দায়িত্বটাও তাদের দেয়া হয় নি।নারীদের

মর্যাদা আল্লাহ তায়ালার নিকট অনেক বেশী। আল্লাহ তায়ালা নারীদের নামে কোরআন মাজীদের একটা সূরা নাযিল করেছেন সুরা নিসা। অথচ কোরআন মাজীদে কোন সূরার নাম সুরাতুর রিজাল নেই ।পুরুষরা জামাতে নামাজ পড়ে, ঈদের সময় ঈদগাহে নামাজ পড়ে, জুমার নামাজ আদায় করে যে সওয়াবের অধিকারী হয়, নারীরা তাদের খেদমত করে উক্ত সওয়াবের অধিকারী হন। নারীরা ঘরে বসে বসে প্রয়োজনীয় জিনিসের কথা স্বামীদেরকে বলবেন আর তারা আপনাদের কথা অনুযায়ী এ সমস্ত জিনিস নিয়ে আসবে । একটু চিন্তা করুন, ইসলাম আপনাদেরকে এত মর্যাদা দিল।

কন্যা সন্তানদের হন্ক আদায়ে ইসলামে অনেক নেকীর কথা বলা হয়েছে। কন্যা সন্তানদের লালন পালনের সওয়াবের ব্যাপারে হাদীস শরীফে আছে-
“ হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, একদা এক মহিলা আমার নিকট আসল এবং সঙ্গে ছিল তার দুইটি কণ্যা। মহিলাটি আমার কাছে কিছু ভিক্ষা চাইল, তখন আমার কাছে একটি খেজুর ছাড়া আর কিছুই ছিল না। আমি তাই তা দিয়ে দিলাম। অতপর সে এটাকে তার উভয় কন্যার মধ্যে ভাগ করে দিল। এবং তা থেকে নিজে কিছুই খেল না। তারপর, সে উঠে চলে গেল। এমন সময় নবী (সাঃ) প্রবেশ করলেন। আমি ঘটনাটি তাঁকে বললাম, তখন হুজুর (সাঃ) বললেন, যে ব্যক্তি এই সমস্ত কণ্যাদের ব্যাপারে সমস্যায় পড়েছে। এবং তাহাদের সাথে উত্তম আচরণ করেছে, তবে এই কণ্যাগণ তার জন্য দোযখের আগুন থেকে অন্তরায় হবে।”

আনাস (রাঃ) বলেন হুজুর (সাঃ) বলেছেন যে ব্যক্তি দুইটি কন্যা প্রাপ্তবয়স হওয়া পর্যন্ত লালন-পালনের দায়িত্ব পালন করবে । আমি ও সেই ব্যক্তি কিয়ামতের দিন এই ভাবে একত্রে থাকব । এই বলে তিনি নিজের আঙ্গুলগুলো মিলেয়েছেন।”

“হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি তিনটি কন্যা অথবা এই পরিমাণ বোনের প্রতিপালন করবে অর্থাৎ তাদের আদব-কায়দা শিক্ষা দিবে এবং শ্নেহ করবে যে পর্যন্ত না তাদের আল্লাহপাক পর মুখাপেক্ষিতা হতে মুক্ত করেন। তার জন্য আল্লাহপাক বেহেশত অবধারিত করবেন। তখন জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল ইয়া রাসূলুল্লাহ, দুইটির বেলায়ও কি অনুরূপ সওয়াব হবে? তিনি বললেন, দুইজনের ব্যাপারেও সেই সওয়াব পাবে।

বর্ণনাকারী বলেন এমনকি যদি সাহাবীগণ একজনের ব্যাপারেও জিজ্ঞাসা করতেন। তবে একজন সম্পর্কেও তিনি তাই বলতেন।"

আরেকটি হাদীসে বর্ণিত আছে-
হযরত আবুল্লাহ রো.) বলেন রাসূল (সাঃ) বলেন, যার একটি কণ্যা বা বোন আছে সে তাকে জীবন্ত কবর দেয়নি। এবং তাকে তুচ্ছও মনে করেনি, আর তার উপর পুত্র সন্তানকে প্রাধান্যও দেয়নি । আল্লাহ তায়ালা তাকে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন।

মা হিসেবে একজন নারীর কি মর্যাদা সেটিও কুরআন ও হাদিসে বর্নিত আছে-
আবু হুরাইয়া (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি আরজ করল। ইয়া রাসুলুল্লাহ (সাঃ)। আমার কাছে কে সর্বাপেক্ষা অধিক সৌজন্যমূলক আচরণ পাওয়ার অধিকারী? তিনি বললেন তোমার মাতা । সে জিজ্ঞাসা করল, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার মাতা । সে পুনরায় জিজ্ঞাসা করল, তার পর কে? তিনি বললেন, তোমার মাতা । সে আবারও জিজ্ঞাসা করল, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার পিতা।

হযরত আসমা বিনতে আবু বকর রা: বলেন - কুরাইশদের সাথে মুসলমানদের সন্ধির সময় আমার মা মুশরিকা অবস্থায় আমার নিকট আসলেন। আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর কাছে জিজ্ঞাসা করলাম ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার মা আমার কাছে এসেছেন। কিন্তু তিনি ইসলাম গ্রহণে অনাগ্রহী। এমতাবস্থায় আমি কি তার সানারীবাদথে সদাচরণ করব? তিনি ' বললেন হ্যাঁ, তার সহিত সদ্যবহার করো।

একজন স্ত্রী হিসেবে নারীর অনেক মর্যাদা রয়েছে ।পুরুষেরা নারীদেরকে তার উপযুক্ত মোহরানা পরিশোধ করে তারপর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। কেননা এটা নারীর হক্ক ও প্রয়োজন। একজন নারী তার নিজের ঘর ছেড়ে স্বামীর সাথে ঘর বাঁধে। বিনিময় তাকে দেওয়া এই উপহার । তুচ্ছ তবে তা তার জন্য কিছুটা হলেও আনন্দের । অপরদিকে, যদি অমিলের কারণে তালাক্কের মাধ্যমে দম্পতি আলাদা হয়ে যায় তাহলে সেই মোহরানার অর্থ সেই নারীর সাময়িক জীবিকা নির্বাহের খোরাক হিসেবে কাজে দেবে। মোহরানা তাই নারীর প্রাপ্য, পুরুষের জন্য মোহরানার বিধান দেওয়া হয়নি। নারীদের বিবাহের আগ পর্যন্ত যত রকমের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে সবকিছু পুরা করার দায়িত্ব

তাদের বাবার বা বড় ভাই এর জিম্মায়। বিবাহের পর স্বামীর উপর । স্বামীর ইন্তেকালের পর বড় ছেলের উপর মৃত্যু পর্যন্ত । আবার বাবার সম্পদ থেকে ভাইয়ের অর্ধেক পাচ্ছেন, স্বামী থেকে মোহরের টাকা পাচ্ছেন। আবার স্বামীর থেকে তার কিছু সম্পদের মালিক হচ্ছেন। এগুলো আপনাদের আয়ের খাত। ব্যয়খাত কোথায়? আপনাদের সমস্ত জিম্মাদা অন্যের উপর । ধনী মা ও বোনেরা, খুব সতর্ক থাকবেন, আমাদেরকে আল্লাহ তায়ালা দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন শুধু খাওয়া, দাওয়া আর টাকা উপার্জনের জন্য নয়। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে প্রকৃতপক্ষে, ইসলাম নারীদের অনেক অধিকার দিয়েছে। যা অন্য কোন ধর্ম বা পশ্চিমা সভ্যতা তাদের নারীদের দেয় নি কিন্তু মুসলিম নারীরা সর্বদাই সম্মানিত ছিল।

বর্তমানে সমান অধিকারের নামে যে সকল বুলি উড়ছে তা সমান অধিকার নয় বরং নারীদের সকল অধিকার হরণ করার ষড়যন্ত্র। হাদীসে আছে, “তোমরা প্রত্যেক মানুষকে তাদের স্থানে রাখো, যে যেই মানের তাকে তার স্থানে রাখতে হবে। আল্লাহ তায়ালা পুরুষ জাতিকে মহিলা জাতির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। কার ক্ষমতা আছে, পুরুষ মহিলাকে এক পাল্লায় রাখার।

ইসলামে নারীর সম্মানের গুরুত্ব

ইসলাম নারীদের সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদা দিয়েছে মা হিসেবে। মহানবী (সা.) বলেন, “মায়ের পদতলে সন্তানের বেহেশত" । হজরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, একবার এক লোক মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর দরবারে এসে জিজ্ঞেস করলেন, আমার সদ্যবহার পাওয়ার বেশি অধিকারী কে? নবীজি (সা.) বললেন, “তোমার মা”। ওই লোক জিজ্ঞেস করলেন, তারপর কে? তিনি উত্তর দিলেন “তোমার মা:। ওই লোক আবারও জিজ্ঞেস করলেন, তারপর কে? এবারও তিনি উত্তর দিলেন “তোমার মা" । (বুখারি)।

মহানবী (সা.)-এর জামানার বিখ্যাত এক ঘটনার কথা আমরা জানি। মায়ের সেবা করার কারণে হজরত ওয়াইস করনি (া.) প্রিয় নবীর জামানায় থেকেও সাহাবি হতে পারেননি । একবার ওয়াইস করনি (রা.) নবীজির কাছে খবর পাঠালেন “ইয়া রাসুলুল্লাহ! আপনার সঙ্গে আমার দেখা করতে মন চায়; কিন্তু আমার মা অসুস্থ,এখন আমি কী করতে পারি? নবীজি (সা.) উত্তর পাঠালেন, “আমার কাছে আসতে হবে না। আমার সঙ্গে সাক্ষাতের চেয়ে তোমার মায়ের খেদমত করা বেশি জরুরি । নবীজি (সা.) তাঁর গায়ের একটি মোবারক জুব্বা ওয়াইস করনির জন্য রেখে যান। তিনি বলেন, মায়ের খেদমতের কারণে সে আমার কাছে আসতে পারেনি । আমার ইন্তেকালের পরে তাকে আমার এই জুব্বাটি উপহার দেবে । জুব্বাটি রেখে যান হজরত ওমর (রা.)-এর কাছে। এবং প্রিয় নবী (সা.) বলেন, হে ওমর! ওয়াইস করনির কাছ থেকে তুমি দোয়া নিয়ো

কন্যা হিসেবে নারীর সম্মান

মহানবী (সা.) বলেছেন, “মেয়েশিশু বরকত (প্রাচুর্য) ও কল্যাণের প্রতীক ।' হাদিস শরিফে আরও আছে, “যার তিনটি, দুটি বা একটি কন্যাসন্তান থাকবে; আর সে ব্যক্তি যদি তার কন্যাসন্তানকে সুশিক্ষিত ও সুপাত্রস্থ করে, তার জান্নাত নিশ্চিত হয়ে যায়।?

স্ত্রী হিসেবে নারীর সম্মান

ইসলামের দৃষ্টিতে নারী-পুরুষ একে অন্যের পরিপূরক । এ প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআনে রয়েছে, “তারা তোমাদের আবরণস্বরূপ আর তোমরা তাদের আবরণ ।” (সুরা-২ বাকারা, আয়াত: ১৮৭। স্ত্রীর গুরুত্ব সম্পর্কে মহানবী (সা.) বলেছেন, “উত্তম স্ত্রী সৌভাগ্যের পরিচায়ক ।” (মুসলিম শরিফ। তিনি আরও বলেন, “তোমাদের মধ্যে সে-ই উত্তম, যে তার স্ত্রীর কাছে উত্তম।” (তিরমিজি)। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, “তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সঙ্গে সদাচরণ করো ।” (সুরা-৪ নিসা, আয়াত: ১৯। কোরআনে আরেক জায়গায় বলা হয়েছে, 'নারীদের ওপর যেমন অধিকার রয়েছে পুরুষের, তেমনি রয়েছে পুরুষের ওপর নারীর অধিকার ।' (সুরা-২ বাকারা, আয়াত ২২৮।

বোন হিসেবে নারীর সম্মান

মহানবী (সা.) বলেছেন, 'কারও যদি কন্যাসন্তান ও পুত্রসন্তান থাকে আর তিনি যদি সন্তানদের জন্য কোনো কিছু নিয়ে আসেন, তবে প্রথমে তা মেয়ের হাতে দেবেন এবং মেয়ে বেছে নিয়ে তারপর তার ভাইকে দেবে । ' হাদিস শরিফে আছে, বোনকে সেবাযত্ন করলে আল্লাহ প্রাচুর্য দান করেন।

বোন হিসেবেও নারী জান্নাত লাভের কারণ । হাদিসের ভাষায়, 'যে ভাই তার পুরো নারী জাতির মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রেখে বলেছেন, 'পৃথিবীর সবচেয়ে উত্তম সম্পদ হচ্ছে সৎ চরিত্রবান নারী ।' শুধু কি তাই? প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নারীদের আবেগ-অনুভূতি; এমনকি নূনতম কষ্টের প্রতিও যথেষ্ট খেয়াল রাখতেন। তিনি বলেছেন, 'আমি যদি নামাজে দাঁড়িয়ে তা দীর্ঘ করার ইচ্ছা রাখি, এমতবস্থায় যদি শিশুর কামার আওয়াজ পাই, তাহলে শিশুর মায়ের কষ্ট হবে ভেবে নামাজ ছেড়ে বাচ্চার কামনা থামাব। এতটাই মর্যাদা দিতেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নারীদের এতটাই ভালোবাসতেন নবিজি তাদের ।

বিধবার অধিকার ও সম্মান

বিধবাদের অধিকার সম্পর্কে মহানবী (সা.) বলেছেন, "যারা বিধবা নারীর ভরণপোষণের দায়িত্ব নেয়, তারা যেন আল্লাহর পথে জিহাদকারী এবং নিরলস নামাজি ও সদা রোজা পালনকারী । (বুখারি ও মুসলিম)। নারীর প্রতি সম্মান পুরুষের ব্যক্তিত্বের প্রমাণ

রাসুলের(সাঃ) একটি হাদিসে এসেছে, নারীকে সম্মান করার পরিমাপের ওপর ব্যক্তির সম্মান ও মর্যাদার বিষয়টি নির্ভর করে। তিনটি বিষয় নবী করিম (সা.)-এর জীবনে লক্ষণীয় ছিল__-এক. নামাজের প্রতি অনুরাগ; দুই. ফুলের প্রতি ভালোবাসা; তিন. নারীর প্রতি সম্মান। (বুখারি ও মুসলিম)।

ইসলাম নারীকে দিয়েছে রানীর সম্মান

ইসলাম নারীকে দিয়েছে স্থান-কাল-পাত্র নির্বিশেষে সম্মান ও মর্যাদা। এ নারীই আমাদের মমতাময়ী মা, প্রিয়তমা স্ত্রী, শ্লেহের বোন বা আদরের সোনামণি মেয়ে। অন্যদিকে এ স্বর্গতুল্য মাকে কোনো কোনো সময় ও অবস্থায় চরম অপমানকর চরিত্রে উপস্থাপন করা হয় এ সমাজে । অথচ ইসলাম নারীকে দিয়েছে মায়ের সম্মান, স্ত্রীর অধিকার ও কন্যার স্নেহ।একজন নারী "মা' হিসাবে শুধু বাবার চেয়ে অধিকারে বড়ই নন, মর্ধাদা ও সম্মানেও শ্রেষ্ঠ। বিশ্বনবি (সা.) কে একবার একজন সাহাবি জিজ্ঞেস করেছিলেন, জীবিত বাবা-মার মধ্যে সেবা পাওয়ার অধিক হকদার কে? মহানবি (সা.) ৩ বার বলেন, তোমার "মা"। এরপর চতুর্থবারে বলেন তোমার পিতা। তাছাড়া আমাদের দেশের মুসলিম পারিবারিক । তিনি এ কুরআন দিয়ে পরিবার সমাজ ও গোটা পৃথিবীর সর্বস্তরে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। এক্ষেত্রে তিনি শতভাগ সফলও হয়েছেন। তিনি কুরআন দিয়ে মানুষের উপর মানুষের প্রভুত্বের কবর রচনা করে মানুষের উপর আল্লাহর প্রভুত্বকে প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। তিনি মানুষের উপর সুস্পষ্ট প্রতিষ্ঠা করেছেন। আধুনিক বিশ্বে নারী অধিকারের বিষয়টি বহুল আলোচিত। পাশ্চাত্য সভ্যতায় নারী অধিকারের ধারণাটি গত শতাব্দীর সৃষ্টি কিন্তু ইসলাম নারী অধিকারের ধারণা উপস্থাপন করেছে আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর

আগে। ইসলাম নারীর অধিকারের সুস্পষ্ট ঘোষণায় নারীর যথাযথ মর্যাদার স্বীকৃতি দিয়েছে এবং মানবতার নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-ই সর্বপ্রথম নারী জাতির পূর্ণ মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছেন। যা আমরা কুরআন-হাদীসের পাশাপাশি রাসূল (সা.)এর সীরাত অধ্যয়ন থেকে বিস্তারিত জানতে পারি। ইসলামের আগে জাহেলি আরব সমাজে নারীর মর্যাদাপূর্ণ কোনো অবস্থান ছিল না। আমরা সকলেই জানি, আরব ছিলো একসময় অন্ধকারাচ্ছন্ন, কুসংস্কার আর নানা অনাচারে ঘেরা এক মরু উপত্যকা । যাকে আরবী ইতিহাসবিদগণ আইয়ামে জাহেলিয়াতের সময় এ ও লজ্জাষ্কর মনে করতো। তাদের সমাজে ও পরিবারে কোনো অধিকার ছিল না। তারা ছিলো পুরুষদের দাসী মাত্র। পরিবারের কর্তা ইচ্ছে করলে নারীকে ক্রয় বিক্রয় করতে পারতো। পিতা ও স্বামীর সম্পত্তিতে নারীদের অধিকার বলতে লোনো অংশ ছিলোনা। মেয়ে বা কন্যা শিশুদেরকে পিতার পক্ষ থেকে সম্পত্তি লাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হতো । ঘাড়ের বোঝা মনে করা হতো কান্য শিশুদের । এমন দৃশ্যও আছে যে, সে সময় কন্যাশিশুর মর্যাদা সমাজে এতোটাই নিচে ছিল যে কন্যাশিশুর জন্ম হলে তাকে জীবন্ত কবর দেওয়া হতো। এরকম কতো কন্যাশিশুকে যে জীবন্ত কবরে পুঁতে দেওয়া হয়েছে তা নিশ্চই আরবের সে অন্ধকার যুগের ইতিহাসের খাতায় লিপিবদ্ধ আছে।
জীবন্ত কন্যা পুঁতে দেওয়া (সমাধিস্থ করা) করা সম্পর্কে মহান আল্লাহ তায়ালা সেদিন জিজ্ঞেস করবেন এভাবে, যা কুরআন মাজীদে বর্ণিত হয়েছে : যখন জীবন্ত পুঁতে দেওয়া কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে, কি অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল? (সুরা তাকভীর, আয়াত: ৮, ৯)।

আল্লাহ পাকের কাছে নারী-পুরুষের মর্যাদা আলাদা নয়। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ রাববুল আলামীন বলেছেন : অতঃপর তাদের পালনকর্তা তাদের দোয়া (এই বলে) কবুল করে নিলেন যে, আমি তোমাদের কোনো পরিশ্রমকারীর পরিশ্রমই বিনষ্ট করি না, তা সে পুরুষ হোক কিংবা স্ত্রীলোক। তোমরা পরস্পর এক। (সুরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৯৫)।

এ আয়াত থেকে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে, আমলের দিক থেকে সৃষ্টিকর্তার কাছে সবাই সমান । সে পুরুষ হোক কিংবা নারী। আমাদের সমাজে আমরা এখন দেখছি নৈতিক অবক্ষয় ও মূল্যবোধের অভাবে অনাচার ও বেহায়াপনা জেঁকে বসেছে। নারী নির্যাতনের মাত্রা

দিন দিন বেড়েই চলছে। সর্বত্রই নারীরা লাঞ্ছিত হচ্ছে। প্রতিদিন পত্রিকার পাতায় নিত্যনতুন উপায়ে বা পদ্ধতিতে নারী লাঞ্ছনার খবর আসে । অথচ ইসলাম একজন নারীকে কত উচ্চ মর্যাদা দান করেছে, তা আজকের সমাজবিজ্ঞানীরা ভুলতে বসেছে।

উত্তরাধিকার নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছিল। একইভাবে নারীদের মধ্যে মা, স্ত্রী, কন্যাদের তাদের পিতার ও স্বামীর সম্পত্তিতে এবং বিশেষ অবস্থায় বোনদের ভাইয়ের সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার সাব্যস্ত করা হয়েছে। ইসলামের আগমনের আগে পৃথিবীর বুকে আর কোনো ধর্মই এভাবে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করেনি। একইভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও নারীদের স্বামীর সম্পদের মালিকানা দান করেছেন। স্বামীর অধিকার নেই যে, স্বামী হওয়ার কারণে সে তার স্ত্রীর সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করতে পারবে। নারী তার সম্পদ খরচ করার ব্যাপারে পূর্ণ স্বাধীনতা রাখে।পাশ্চাত্যের পঁতিদের মুক্ত থিওরী আর ফ্যাশন সমাজের নারীসহ সকলেই স্মার্টনেস হয়ে দাঁড়িয়েছে । অথচ বর্তমান কন্যাশিশু থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত সকলের প্রতি যে অমানবিক আচরণ করা হচ্ছে, তা আইয়ামে জাহেলিয়াতকেও হার মানিয়েছে। জাহিলি যুগে পিতা কর্তৃক আপন কন্যা ধর্ষনের কোনো নজির নেই। কিন্তু এখন এমন ঘটনাসহ দড়ি বেঁধে প্রকাশ্যে নারীর উপর নির্যাতন সমাজে অহরহ দৃশ্যমান । আমরা যদি একটু চিন্তা করে দেখি, ইসলামের আগমনের পূর্বে নারীর সম্ভ্রম এবং মর্যাদা বলতে কিছুই ছিল না। নারী-পুরুষ অবাধে মেলামেশা করতো । রাতের বেলায় নারীরা মদ, গান-বাদ্যের মহোৎসব করতো। সমগ্র পৃথিবী যখন হেরার আলোর অভাবে এমনই এক ঘুটঘুটে অন্ধকার যুগে বসবাস করতে লাগলো; ঠিক ওয়া সাল্লামের আগমন ঘটে। আর তখন থেকেই নারীরা তাদের যথাযোগ্য চিরসম্মান ও চিরমর্যাদা লাভ করে। নারীদের প্রতি উত্তম আচরণের ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখতেন। তিনিই সর্বপ্রথম নারীর উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং সমাজে নারীদের অভূতপূর্ণ মর্যাদার কথা ঘোষনা দিয়েছেন।

ইসলামে নারীর অধিকার সমূহ

১. জন্মের অধিকার ও সম্মান-
ইসলাম আগের জাহিলি সমাজের মতো কন্যা সন্তানকে অপমান বা জীবন্ত কবর দেয়ার প্রথাকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে।

কুরআনে আল্লাহ বলেন:" যখন কন্যাশিশুকে জীবন্ত কবর দেওয়া হবে, তখন সে জিজ্ঞেস করবে_ কোন অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছে।"
(সুরা তাকভীর: ৮-৯)

২. শিক্ষার অধিকার-
জ্ঞান অর্জন পুরুষ ও নারীর জন্য সমভাবে ফরজ (আবশ্যক)।
হাদীসে রাসূল (সা.) বলেন: " জ্ঞান অর্জন প্রত্যেক মুমিন নর- নারীর উপর ফরজ"
(ইবনে মাজাহ)

৩. উপার্জন ও সম্পদের মালিক হওয়ার অধিকার-
নারী তার উপার্জনের সম্পূর্ণ মালিক, কেউ তা নিতে পারে না।কুরআনে আছে;
"নারীদের প্রাপ্য তাদের উপার্জন থেকে, আর পুরুষদের প্রাপ্য তাদের উপার্জন থেকে ।"
(সূরা আন-নিসা: ৪:৩২)

৪. উত্তরাধিকার লাভের অধিকার-
ইসলাম নারীকে স্পষ্টভাবে উত্তরাধিকার থেকে অংশ দিয়েছে, যা আগে ছিল না।
উদাহরণ: একজন মেয়ে, স্ত্রী, মা_সকলেই নির্দিষ্ট অংশ পায়।

৫. বিয়ে ও বিবাহ বিচারের অধিকার
জোর করে বিয়ে সম্পূর্ণ হারাম। বিবাহ বিচারের ক্ষেত্রেও "খুলা' এর মাধ্যমে নারী নিজে বিবাহ বিচ্ছেদের আবেদন করতে পারে।

৬. মা হিসেবে মর্যাদা-
ইসলাম মায়ের মর্যাদা সর্বোচ্চ স্থানে প্রতিষ্ঠা করেছে।
এক হাদিসে রাসুল (সা:) বলেছেন-
তোমার সর্বোচ্চ সেবা পাওয়ার অধিকার আছে কার?" তিনি তিনবার বললেন, 'তোমার মা"। তারপর বললেন, "তোমার বাবা"
(সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

৭. সমাজে অংশগ্রহণ ও কাজ করার অধিকার

নারী শিক্ষিকা, চিকিৎসক, ব্যবসায়ী, সমাজসেবী, ইত্যাদি বৈধ পেশায় অংশ নিতে পারে শর্ত হলো তা ইসলামি নীতিমালার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

৮. ইবাদত ও আত্মউন্নয়নের সমান সুযোগ নামাজ, রোজা, হজ, যাকাতসহ ইসলামের সব ইবাদতে নারীদের পূর্ণ অধিকার ও সাওয়াব রয়েছে। ইসলাম নারীর মর্যাদা ও অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়ে তাকে একটি নিরাপদ,সম্মানজনক ও পূর্ণাঙ্গ জীবনযাপনের অধিকার দিয়েছে । এসব অধিকার শুধু তত নয়_ইসলামি সভ্যতা ও ইতিহাসে এদের বাস্তব প্রয়োগের বহু উদাহরণ রয়েছে।

নারীর শিক্ষাগত অধিকার:

ইসলামধর্মে জ্ঞানার্জনকে অতীব গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে কুরআন শরীফের সূরা আলাকের প্রথম পাঁচ আয়াত মুহাম্মদ (সা.)-এর ওপর অবতীর্ণ হওয়ার মধ্য দিয়ে কুরআন শরীফ অবতীর্ণ হওয়া শুরু হয়। পড়া অর্থাৎ জ্ঞান অর্জন করার নির্দেশনা দিয়ে ইসলামের শুভ সুচনা।আল্লাহ বলেছেন "বল,যারা জানে (জ্ঞানী) আর যারা জানে না (জ্ঞানী নয়) তারা কি সমান?' (সুরা আয-যুমার, আয়াত : ৯) মুসলমানদের জ্ঞানার্জন করার জন্য হাদিসে শুধু খুব উৎসাহই প্রদান করা নয়, অবশ্য কর্তব্য বলেও ঘোষণা করা হয়েছে। হাদিসে বলা হয়েছে, মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন, জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর জন্য ফরজ বা অবশ্য কর্তব্য।(ইবনে মাজাহ২২৪) অর্থাৎ পুরুষের

যেমন শিক্ষার অধিকার আছে, তেমনি নারীরও শিক্ষার অধিকার আছে, যা বলেও ঘোষণা দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ তায়া'লা বলেন, 'তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার এবং যাদের জ্ঞান দান করা হয়েছে আল্লাহ তাদের সুউচ্চ মর্যাদা দান করবেন' (সুরা মুজাদালাহ-১১)।

নারীর অর্থনৈতিক অধিকার:

ইসলামে পরিবার-পরিজন চালানোর জন্য, ভরণ-পোষণের জন্য নারীর অর্থ-উপার্জনের প্রয়োজন নেই, কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। নারীরা যদি অর্থ উপার্জন করে তাহলে তা তাদের নিজস্ব সম্পদ বলে পরিগণিত হয়। এ সম্পদসহ অন্য উৎস থেকে প্রাপ্ত সম্পদের কর্তৃত্ব শুধু তাদেরই থাকে ।তারা তাদের ধন-সম্পদ ইচ্ছামতো ব্যয় করতে পারে । কুরআন শরীফে বলা হয়েছে,

'পুরুষরা যা উপার্জন করে তা তাদের প্রাপ্য অংশ, আর নারীরা যা উপার্জন করে তা তাদের প্রাপ্য অংশ ।' (সুরা নিসা, আয়াত : ৩২)

কুরআন ও হাদিসে কোথাও নারীর কাজ করার বাধা-বিপত্তি আরোপ করা হয়নি। তবে শর্ত হলো, এ কাজ শরিয়তের সীমার মধ্যে হতে হবে। অর্থনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজে নারীদের অংশগ্রহণের সুযোগ ইসলাম দিয়েছে।

রাসুলুল্লাহ (সা.) নারীদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, 'আল্লাহ প্রয়োজনে ঘরের বাইরে যাওয়ার জন্য তোমাদের অনুমতি দিয়েছেন ।" (সহিহ বুখারি হা/৫২৩৭)

এ জন্য দেখা যায়, তৎকালে মুসলিম নারীরা অবস্থাভেদে ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষিকাজ, শিল্প ও কারুকর্মে অংশগ্রহণ করতেন।

নারীর আইনগত অধিকার:

ইসলামী বিধানে নারী এবং পুরুষ পরস্পর সমপর্যায়ের। ইসলামী শরিয়ত পুরুষ এবং নারীর জানমাল সুরক্ষায় সমান গুরুত্বারোপ করেছে। যদি কোনো পুরুষ কোনো নারীকে হত্যা করে তাহলে কেসাসস্বরূপ তার মৃত্যুদণ্ড হবে। যেমন, পুরুষকে হত্যা করলে মৃত্যুদণ্ড পেতে হয়, অনুরূপভাবে নারীকে হত্যা করলেও মৃত্যুদণ্ড হবে। আবার কোনো নারী যদি অন্য কোনো পুরুষ বা নারীর হত্যার সঙ্গে জড়িত থাকে তাহলে তারও একই শাস্তি হবে।

আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেন,
অর্থ: "হে বিশ্বাসীরা। তোমাদের প্রতি নিহতদের কেসাস গ্রহণ করা বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। স্বাধীন ব্যক্তি স্বাধীন ব্যক্তির বদলে, ক্রীতদাস ক্রীতদাসের বদলে এবং নারী নারীর বদলে। কিন্ত তার ভাইয়ের পক্ষ থেকে যদি কাউকে কিছুটা ক্ষমা প্রদর্শন করা হয়, তবে যথাযথ বিধির অনুসরণ করবে এবং সততার সাথে তার দেয়া আদায় বিধেয়। এটা তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে সহজ এবং বিশেষ অনুগ্রহ, এরপর যে ব্যক্তি সীমালংঘন করে, তার জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি। হে বুদ্ধিমানরা কেসাসের মধ্যে তোমাদের জীবন রয়েছে, যাতে তোমরা সাবধান হতে পারো।" (সুরা আল-বাক্কারা: আয়াত-১৭৮-১৭৯)

ইসলামী আইনে শারীরিক ক্ষতি করার শাস্তি বিনা পার্থক্য উভয়ের একই প্রকার । এ ব্যাপারে নারী-পুরুষে কোনো পার্থক্য নেই। যদি ইসলামী শরিয়তের কেসাসের পর্যালোচনা করা হয় তাহলে এটাই সামনে আসবে, যদি কোনো নিহতের উত্তরাধিকারী নারী হয় তাহলে তার ওই অধিকারই থাকবে যে অধিকার পুরুষ উত্তরাধিকারীর আছে। যদি সে ইচ্ছা করে কেসাস নিতে পারে আবার দিয়াতও (রক্তপণ) নিতে পারে। এতে তার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। যদি উত্তরাধিকারীদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়, কিছু উত্তরাধিকারী দিয়াত গ্রহণের দিকে আর করা হবে, কিন্তু এখানেও নারী-পুরুষের অভিমত একই পর্যায়ের এবং একই গুরুত্ব সহকারে দেখা হবে।নারী-পুরুষের কোনো পার্থক্য করা হবে না। অন্যান্য অপরাধের ব্যাপারেও নারীপুরুষে কোনো পার্থক্য নেই। যেমন, উভয়ের চুরির শাস্তি একই রকম । পাক কালামে ঘোষিত হয়েছে-

অর্থ: "পুরুষ কিংবা নারী চুরি করলে, তাদের হাত কেটে দাও, এটা তাদের কৃতকর্মের বিনিময় এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত আদর্শ দণ্ড। আল্লাহ পরাক্রমশালী; প্রজ্ঞাময় "(সূরা মায়েদা: আয়াত-৩৮)

এ আয়াত থেকে বোঝা যায়, হাত কাটার ব্যাপারে নারী-পুরুষের জন্য একই আইন। যে-ই চুরিতে লিপ্ত হবে সে-ই পুরুষ হোক নারী হোক শাস্তি পাবে। লিঙ্গভেদে কোনো পার্থক্য হবে না, কোনো কমবেশিও কারো হবে না।

উপসংহার

প্রকৃতপক্ষে ইসলামই নারীর মর্যাদা এবং অধিকার নিশ্চিত করেছে। কিছু কঠিন কাজ বা দায়িত্ব শুধু পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। এগুলি ছাড়া ইসলামে নারী এবং পুরুষের অধিকার সমান। আত্মিক উৎকর্ষতার ক্ষেত্রে নারী পুরুষের চেয়েও পরহেজগার হতে পারে। নারী এবং পুরুষের শারীরিক এবং মানসিক গঠনে পার্থক্য আছে। এই কারণেই আল্লাহ হেকমতের সাথে এই ধরণের নির্দেশনা দিয়েছেন। বলা হয়েছে মায়ের পায়ের নীচেই সন্তানের বেহেশত । সন্তানের উপরে মায়ের অধিকার বাবার চেয়ে ৩ গুণ বেশী। পৃথিবীতে নারী পুরুষ একে অন্যের পরিপূরক। কুরআনে নারী পুরুষকে একে অন্যের পোশাক হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। অথচ নারীবাদীরা আমাদের বোঝায় ইসলাম নারীকে সমানাধিকার দেয় না। প্রকৃতপক্ষে কঠিন, কষ্টদায়ক কাজ থেকে নারীকে অব্যাহতি দিয়ে ইসলাম নারীকে সম্মানিত করেছে, পুরুষকে অধিক দায়িত্ব দেয়া হয়েছে এবং সেই সাথে নারীদের সাথে সদাচারনের নির্দেশ ও দেয়া হয়েছে । নারী বিদ্বেষ ভালো না, আবার পুরুষ বিদ্বেবও ভালো না। এটা ইসলামের শিক্ষা না। নারী, পুরুষ মিলেই সমাজকে সুন্দর করতে হবে যার যার সঠিক দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে ।

সুতরাং, পরিবারের কর্তা হল পুরুষ । আয় রোজগারের বাধ্যবাধকতা পুরুষের উপর । নারী মুলত গৃহস্থালির কাজ এবং সন্তান পালনের কাজ করবে। তবে স্বামীর অনুমতি

সাপেক্ষে সে বাইরে কাজ করতেও পারে। পুরুষকেও গৃহস্থালির কাজে এবং সন্তান প্রতিপালনে উৎসাহিত করা হয়েছে। তবে সেটা পুরুষের মূল কাজ না।

তথ্যসূত্র

১.ইসলাম ও নারী (মাওলানা কামরুল হাসান)

২. মুহস্বনাত (ইনবাত পাবলিকেশন)

৩.বিহাইন্ড ফেমিনিজম অনুবাদ সংকলন:মারিয়াম তানহা

৪.ফেমিনিস্টদের ঈমান ভঙ্গের ১০ কারণ (শাইখ আব্দুল্লাহ আল মামুন)

৫.ফেমিনিস্টের প্রোপাগান্ডা (বব লুইস)

৬.নারীবাদের আর্তনাদ (উম্মে খালিদ)

৭. কুরআন ও হাদীস।